

বইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

- উক্ত বইটিতে ব্যক্তি করদাতার সকল আয়ের খাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।
- প্রতিটি আয়ের খাত থেকে কিভাবে একজন ব্যক্তি করদাতার আয় নির্ধারণ এবং কর নির্ধারণের পদ্ধতি বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।
- আবাসিক মর্যাদা ভেদে ব্যক্তি করদাতার আয়কর নির্ণয়ের তারতম্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।
- কোন কোন খাতে আয় ব্যক্তি করদাতার জন্য কর মুক্ত আয় ।
- কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করলে ব্যক্তি কর দাতা কর রেয়াত পাবেন তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ।
- অপ্রদর্শিত আয় কিভাবে ব্যক্তি করদাতা প্রদর্শন করবেন তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।
- ব্যক্তি করদাতার কিভাবে আয়কর রিটার্ন পূরণ করবেন এবং কিভাবে সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলে জমা দিবেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।
- ব্যক্তি করদাতার গত ১০ বৎসরের কর হার ।
- বিভিন্ন প্রকার কর নির্ধারণ (Assessment) এর প্রক্রিয়া, সুবিধা, অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।
- সার্বজনীন কর নির্ধারণ এর পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ।
- ব্যক্তি করদাতার আয় হতে কিভাবে উৎসে কর কর্তৃত হবে তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ।
- ব্যক্তি করদাতা কিভাবে আপিল করবেন তার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ।

সূচিপত্র
অধ্যায় - ১
আয়ের খাত সমূহ

পৃষ্ঠা নং

১. বেতন খাতে আয়	১৬-২৩
২. সিকিউরিটি (নিরাপত্তা জামানত) সুদ খাতে আয়.....	২৪-২৬
৩. বাড়ি ভাড়া খাতে আয়.....	২৬-৩২
৪. কৃষি খাতে আয়	৩৩-৩৮
৫. ব্যবসায় ও পেশা খাতে আয়.....	৩৯-৪৬
৬. মূলধনী আয়.....	৪৭-৫২
৭. অন্যান্য উৎস খাতে আয়	৫৩-৬৩
১. বেতন খাতে আয়	১৬-২৩
(ক) সংজ্ঞা	১৬-১৬
(খ) বেতনের উপাদান.....	১৬-১৯
১) মূল বেতন	১৬-১৬
২) মহার্ঘ ভাতা	১৬-১৬
৩) উৎসব ভাতা	১৬-১৬
৪) ওভার টাইম	১৬-১৬
৫) অগ্রিম বেতন	১৬-১৬
৬) বকেয়া বেতন	১৬-১৬
৭) বাড়ি ভাড়া ভাতা	১৭-১৭
৮) যাতায়াত ভাতা.....	১৭-১৭
৯) ভ্রমণ ভাতা.....	১৭-১৭
১০) আপ্যায়ন ভাতা	১৮-১৮
১১) চিকিৎসা ভাতা	১৮-১৮
১২) বেতনের পরিবর্তে মুনাফা	১৮-১৮
১৩) ছুটি নগদীকরণ	১৮-১৮
১৪) লিভ ফেয়ার এসিস্ট্যান্স	১৮-১৮
১৫) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা	১৮-১৮

১৬) শ্রমিকের মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল	১৮-১৮
১৭) অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি তহবিলে চাঁদা	১৮-১৮
১৮) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অর্জিত সুদ	১৯-১৯
(গ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় (৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট-এ)	১৯-১৯
১) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিল	১৯-১৯
২) অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি (আনুতোষিক) তহবিল	১৯-১৯
৩) শ্রমিকের মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল	১৯-১৯
৪) অবসর ভাতা	১৯-১৯
৫) অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে চাঁদা	১৯-১৯
৬) স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ	১৯-১৯
৭) অফিস বা চাকুরীর স্বার্থে কর্তব্য পালনার্থে প্রাপ্ত অর্থ	১৯-১৯
(ঘ) অন্যান্য	২০-২১
১) বেতন পুরস্কার	২০-২০
২) উৎসে কর কর্তন/ অগ্রিম কর প্রদান	২০-২১
৩) কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা	২১-২১
(ঙ) বেতন খাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান	২১-২৩
২. সিকিউরিটি (নিরাপত্তা জামানত) সুদ খাতে আয়	২৪-২৬
(ক) সংজ্ঞা/আওতা	২৪-২৪
(খ) সিকিউরিটি সুদ খাতে আয়ের উপাদান (ধারা- ২২)	২৪-২৪
১) প্রতিজ্ঞাপত্রের সুদ	২৪-২৪
২) ট্রেজারী বিলের সুদ	২৪-২৪
৩) কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্রের সুদ	২৪-২৪
৪) বাহক বন্ডের সুদ	২৪-২৪
৫) জাতীয় বন্ডের সুদ	২৪-২৪
৬) ডিবেঞ্চারের সুদ	২৪-২৪
(গ) বিয়োজন (ধারা- ২৩)	২৪-২৫
১) ব্যাংক চার্জ এবং কমিশন	২৪-২৪
২) ঋণকৃত মূলধনের সুদ	২৪-২৪

৩) অন্যান্য খরচ	২৫-২৫
(ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	২৫-২৫
১) করমুক্ত সরকারি সিকিউরিটির সুদ	২৫-২৫
২) জিরো কুপোন বন্ড	২৫-২৫
(ঙ) অন্যান্য বিষয়	২৫-২৫
১) উৎসে কর কর্তন	২৫-২৫
(চ) সিকিউরিটি সুদখাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান	২৫-২৬
৩. বাড়ি ভাড়া খাতে আয়	২৬-৩২
(ক) সংজ্ঞা/আওতা	২৬-২৬
১) বাড়ি ভাড়া	২৬-২৬
২) বাড়ি ভাড়া খাতে আয়	২৬-২৬
৩) বার্ষিক মূল্য	২৬-২৬
৪) বার্ষিক চার্জ	২৬-২৬
(খ) বাড়ি ভাড়া খাতে আয়ের উপাদান (ধারা-২৪)	২৭-২৮
১) বাড়ি ভাড়া	২৭-২৭
২) অগ্রিম ভাড়া	২৭-২৭
৩) অগ্রিম ভাড়া সমন্বয়কৃত অর্থ	২৭-২৮
৪) সিকিউরিটি ডিপোজিট	২৮-২৮
(গ) বিয়োজন	২৯-৩০
১) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৯-২৯
২) বীমা প্রিমিয়াম	২৯-২৯
৩) বন্ধকী ঋণের সুদ	২৯-২৯
৪) বার্ষিক চার্জ / মিউনিসিপ্যাল কর	২৯-২৯
৫) ভূমি উন্নয়ন কর	২৯-২৯
৬) ঋণকৃত মূলধনের সুদ	২৯-২৯
৭) ভূমি ভাড়া	২৯-২৯
৮) শূন্য বাড়ি ভাড়া	৩০-৩০
৯) খালি অংশের ভাড়া	৩০-৩০
(ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	৩০-৩০

১) নতুন বাড়ি স্থাপনা হতে আয়	৩০-৩০
(ঙ) অন্যান্য	৩০-৩১
১) উৎসে কর কর্তন	৩০-৩০
২) লিজ এর নিমিত্তে সেলামী বা প্রিমিয়াম বাবদ কোন অর্থ গ্রহণ	৩১-৩১
৩) কর অব্যাহতির সনদ পত্র	৩১-৩১
৪) জরিমানা	৩১-৩১
(চ) বাড়ি ভাড়া খাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান	৩১-৩২
৪. কৃষি খাতে আয়	৩৩-৩৮
(ক) সংজ্ঞা / আওতা	৩৩-৩৩
(খ) কৃষি খাতে আয়ের উপাদান (ধারা-২৬)	৩৩-৩৪
১) উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রয় হতে আয়	৩৩-৩৩
২) বর্গা বা জমি ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে আয়	৩৩-৩৩
৩) কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া থেকে আয়	৩৩-৩৩
৪) চাষাবাদের মাধ্যমে আয়	৩৪-৩৪
৫) কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং এর ভাড়া আয়	৩৪-৩৪
৬) কৃষি যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বিক্রয় থেকে মুনাফা	৩৪-৩৪
৭) কৃষি যন্ত্রপাতি বা প্লান্টের সাথে সম্পর্কিত বীমা দাবী হতে উদ্ধৃত মুনাফা	৩৪-৩৪
৮) চা চাষ ও উৎপাদন হতে আয়ের ৬০%	৩৪-৩৪
৯) রাবার, তামাক, এবং চিনি চাষ ও উৎপাদন হতে আয়ের ৬০%	৩৪-৩৪
(গ) বিয়োজন (ধারা- ২৭)	৩৪-৩৬
১) উৎপাদন ব্যয়	৩৪-৩৪
২) ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদানের বা বর্গার ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনুমোদন যোগ্য নয়	৩৫-৩৫
৩) ঋণকৃত মূলধনের সুদ	৩৫-৩৫
৪) কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া	৩৫-৩৫
৫) কৃষি জমির জন্য প্রদত্ত কর খাজনা অথবা সেচ	৩৫-৩৫
৬) বীমা প্রিমিয়াম	৩৫-৩৫
৭) কৃষি সম্পত্তির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	৩৫-৩৫
৮) অবচয় ভাতা	৩৫-৩৫
৯) বন্ধকী জমির দায় মোচনে প্রদত্ত সুদ অথবা অন্যান্য খরচ	৩৫-৩৫

১০) ধ্বংস, বিনষ্ট বা ভেঙে যাওয়ার ফলে ক্ষতি	৩৫-৩৫
১১) কৃষি সম্পত্তি বিক্রয়ে ক্ষতি	৩৬-৩৬
১২) কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ	৩৬-৩৬
(ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	৩৬-৩৭
১) শুধুমাত্র কৃষি হতে আয় ২,০০,০০০ পর্যন্ত করমুক্ত	৩৬-৩৬
২) মৎস্য খামার, হাঁস- মুরগীর খামার, ইত্যাদি হতে আয়	৩৬-৩৭
৩) হস্তশিল্প রপ্তানী হতে আয়	৩৭-৩৭
(ঙ) অন্যান্য	৩৭-৩৭
১) কৃষি খাতে সৃষ্ট ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা	৩৭-৩৭
(চ) কৃষি খাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান	৩৭-৩৮
৫. ব্যবসায় ও পেশা খাতে আয় (ধারা : ২৮, ২৯ ও ৩০)	৩৯-৪৬
(ক) সংজ্ঞা / আওতা	৩৯-৩৯
১) ব্যবসায়	৩৯-৩৯
২) ব্যবসায় আয়	৩৯-৩৯
৩) পেশা	৩৯-৩৯
৪) পেশা আয়	৩৯-৩৯
(খ) ব্যবসায় বা পেশা আয়ের উপাদান	৩৯-৩৯
(গ) বিয়োজন	৩৯-৪৩
১) বেতন, ভাতা ও মজুরি	৩৯-৪০
২) ভাড়া	৪০-৪০
৩) ভাড়া কৃত গৃহের মেরামত ব্যয়	৪০-৪০
৪) ঋণকৃত মূলধনের সুদ	৪০-৪০
৫) স্থায়ী সম্পত্তির মেরামত ব্যয়	৪০-৪০
৬) বীমা প্রিমিয়াম	৪০-৪০
৭) অবচয়	৪১-৪১
৮) অকেজো ভাতা	৪১-৪১
৯) Amortization of লাইসেন্স ফি	৪১-৪১
১০) মৃত বা অকেজো পণ্ডর লোকসান	৪১-৪১

১১) কর ও খাজনা	৪১-৪১
১২) বোনাস বা কমিশন	৪১-৪১
১৩) প্রকৃত কুঋণ	৪১-৪১
১৪) বৈজ্ঞানিক গবেষণা খরচ	৪১-৪১
১৫) মূলধনী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যয়	৪১-৪১
১৬) বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দান	৪১-৪১
১৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা হাসপাতালের খরচ	৪১-৪১
১৮) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা হাসপাতালের জন্য মূলধন জাতীয় ব্যয়	৪১-৪১
১৯) বাংলাদেশী নাগরিকের প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪১-৪১
২০) বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশ ভ্রমণের খরচ	৪১-৪১
২১) বাণিজ্য সংঘের চাঁদা	৪১-৪১
২২) বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মুনাফা জাতীয় খরচ	৪১-৪১
২৩) আপ্যায়ন খরচ	৪২-৪২
২৪) বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়	৪২-৪২
২৫) প্রোমোশোনাল খরচ	৪২-৪২
২৬) নমুনা বিতরণ ব্যয়	৪২-৪২
২৭) ক্ষতিপূরণ	৪২-৪২
২৮) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ফিস	৪২-৪২
২৯) প্রদত্ত কর	৪২-৪২
৩০) আইনি খরচ	৪২-৪২
৩১) অর্থ বা দ্রব্য আত্মসাৎ বা চুরির জন্য ক্ষতি	৪২-৪২
৩২) অবসর ভাতা বা আনুতোষিক	৪২-৪২
৩৩) রয়্যালিটি বা স্বত্ব ভাড়া	৪৩-৪৩
৩৪) দালালী কমিশন	৪৩-৪৩
৩৫) ভ্রমণ ও যাতায়াত খরচ	৪৩-৪৩
৩৬) ডাক, তার ও টেলিফোন খরচ	৪৩-৪৩
৩৭) রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নবায়ন ফিস	৪৩-৪৩
৩৮) সমিতির চাঁদা	৪৩-৪৩
৩৯) ১২ ডিজিট টি.আই.এন হোল্ডার ব্যতীত অন্য কাউকে পরিশোধিত যে কোন খরচ	৪৩-৪৩

৪০) অন্যান্য খরচ	৪৩-৪৩
(ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	৪৩-৪৩
১) মাইক্রো ক্রেডিট অপারেশন হইতে অর্জিত আয়	৪৩-৪৩
২) রপ্তানী ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়	৪৩-৪৩
৩) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবল্ সার্ভিস ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয় ..	৪৩-৪৩
৪) হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ রপ্তানী হইতে উদ্ভূত আয়	৪৩-৪৩
৫) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প হইতে যে কোন আয় যাহার বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩৬ লক্ষ টাকা.....	৪৩-৪৩
(ঙ) অন্যান্য	৪৪-৪৫
১) ব্যবসায় বা পেশার করযোগ্য আয় নির্ণয় পদ্ধতি	৪৪-৪৪
২) ব্যক্তিগতব্যবসায় বা পেশা খাতে আয়ের কর নির্ধারণ	৪৪-৪৪
৩) ব্যবসায় পেশা খাতে সৃষ্ট ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা.....	৪৪-৪৪
৪) ফটকা ব্যবসায় সৃষ্ট ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা	৪৪-৪৪
৫) ব্যবসায় বা পেশা খাতে মূলধন সংক্রান্ত নীতিমালা	৪৫-৪৫
(চ) ব্যবসায় খাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান	৪৬-৪৬
৬. মূলধনী আয় (ধারা-৩১ ও ৩২)	৪৭-৫২
(ক) সংজ্ঞা / আওতা (ধারা ২-৩২(২))	৪৭-৪৯
১) মূলধনী লাভ	৪৭-৪৭
২) মূলধনী সম্পদ	৪৭-৪৭
৩) হস্তান্তর	৪৭-৪৭
৪) ব্যবসা বা উদ্যোগ হস্তান্তর	৪৭-৪৮
৫) মূলধনী সম্পত্তির অর্জন ব্যয়	৪৮-৪৮
৬) ন্যায্য বাজার মূল্য	৪৮-৪৮
৭) লিখিত মূল্য	৪৮-৪৯
(খ) মূলধনী লাভের উপাদান (ধারা-৩২)	৪৯-৪৯
১) অকৃষি ভূমি বিক্রয়	৪৯-৪৯
২) ভবন বা গৃহসম্পত্তি বিক্রয়	৪৯-৪৯
৩) স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর	৪৯-৪৯
৪) শেয়ার বা স্টক বিক্রয় বা হস্তান্তর	৪৯-৪৯

৫) সরকারি সিকিউরিটি বিক্রয় বা হস্তান্তর	৪৯-৪৯
৬) অন্যান্য মূলধনী সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর	৪৯-৪৯
(গ) বিয়োজন	৪৯-৪৯
১) মূলধনী সম্পত্তি বিক্রয়/ হস্তান্তরের ব্যয়	৪৯-৪৯
২) মূলধনী সম্পত্তি অর্জন ও উন্নয়ন ব্যয়	৪৯-৪৯
৩) অন্যান্য ব্যয়.....	৪৯-৪৯
(ঘ) অব্যহতি প্রাপ্ত আয়	৫০-৫০
১) সরকারি সিকিউরিটি বিক্রয় হতে লাভ	৫০-৫০
(ঙ) অন্যান্য	৫০-৫১
১) মূলধনী লাভের কর হার	৫০-৫০
২) মূলধনী লাভ খাতে ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা	৫০-৫১
৩) উপকর কমিশনার কর্তৃক মূলধনী সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ	৫১-৫১
৪) সরকার কর্তৃক ক্রয়	৫১-৫১
৫) জমি বা গৃহ সম্পত্তি হস্তান্তরে উৎসে কর কর্তন ও চূড়ান্ত করদায়	৫১-৫১
(চ) মূলধনী আয় খাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যা সমাধান	৫২-৫২
৭. অন্যান্য উৎস খাতে আয় (ধারা ৩৩ - ৩৪)	৫৩-৬৩
(ক) সংজ্ঞা / আওতা (ধারা -৩৩).....	৫৩-৫৩
(খ) অন্যান্য উৎস খাতে আয়ের উপাদান (ধারা-৩৩).....	৫৩-৬০
১) সুদ খাতে আয়	৫৩-৫৩
ক) স্থায়ী আমানত	৫৩-৫৩
খ) ডিপোজিট পেনশন স্কীম	৫৩-৫৩
গ) সেভিং ইনস্ট্রুমেন্ট	৫৩-৫৩
ঘ) সঞ্চয়ী হিসাব	৫৩-৫৩
ঙ) পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব.....	৫৩-৫৩
২) লভ্যাংশ খাতে	৫৩-৫৩
ক) স্টক বা শেয়ারের লভ্যাংশ	৫৩-৫৩
খ) মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড	৫৩-৫৩
৩) স্বত্ব বিক্রয় হতে আয়: (ধারা-৩৩বি এবং (৫৬))	৫৪-৫৪

ক) সাহিত্য	৫৪-৫৪
খ) ট্রেড মার্ক বা সহধর্মী কোন কার্যপ্রণালী	৫৪-৫৪
গ) কপিরাইট/ গ্রন্থস্বত্ব	৫৪-৫৪
ঘ) পেটেন্ট	৫৪-৫৪
ঙ) উদ্ভাবন	৫৪-৫৪
চ) মডেল	৫৪-৫৪
ছ) ডিজাইন/ নকশা	৫৪-৫৪
জ) গোপন সূত্র বা ফর্মুলা	৫৪-৫৪
ঝ) শিল্পী সুলভ বা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম	৫৪-৫৪
৪) টেকনিক্যাল সেবার ফি	৫৫-৫৫
৫) মেশিনারী, প্ল্যান্ট অথবা আসবাবপত্র ভাড়ার মাধ্যমে আয়	৫৫-৫৫
৬) অভিনয় থেকে আয়	৫৫-৫৫
৭) অব্যাখ্যায়িত নগদ ও ব্যাংকে জমা	৫৫-৫৫
৮) অব্যাখ্যায়িত খরচ	৫৫-৫৫
৯) অব্যাখ্যায়িত বিনিয়োগ, টাকা, অলংকার ও মূল্যবান বস্তু	৫৫-৫৫
১০) অলিখিত বিনিয়োগ	৫৫-৫৫
১১) অলিখিত টাকা, অলংকার ও মূল্যবান বস্তু	৫৫-৫৫
১২) সুনামের মূল্য অথবা ক্ষতিপূরণ	৫৬-৫৬
১৩) ঋণপত্র বাতিল	৫৬-৫৬
১৪) ম্যানেজিং এজেন্সী কমিশন এবং ক্ষতিপূরণ	৫৬-৫৬
১৫) লটারীর আয়	৫৬-৫৬
১৬) ঋণ বা দানের টাকা	৫৬-৫৮
১৭) প্রারম্ভিক মূলধন থেকে ঋণ গ্রহণ	৫৯-৫৯
১৮) সার্বজনীন স্ব-নির্ধারণীর রিটার্নে প্রদর্শিত পুঁজি হস্তান্তর	৫৯-৫৯
১৯) সংশোধিত রিটার্ন বা ভুলসংশোধনী রিটার্নে করমুক্ত আয় বা হ্রাসকৃত হারে আয় বেশি দেখানো	৫৯-৫৯
২০) অন্যান্য আয় যা অন্য কোন খাতে ভাগ করা যায় না	৫৯-৫৯
২১) শেষারের ন্যায্য বাজার মূল্য ও প্রদর্শিত ক্রয়মূল্যের পার্থক্য	৫৯-৬০
(গ) বিয়োজন	৬০-৬০

১) ঋণকৃত মূলধনের সুদ.....	৬০-৬০
২) সেই আয়ের সাথে সম্পর্কিত যে কোন খরচ	৬০-৬০
৩) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬০-৬০
৪) বীমা কিস্তি	৬০-৬০
৫) অবচয়	৬০-৬০
(ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	৬০-৬০
১) মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ	৬০-৬০
২) স্টক বা শেয়ারের লভ্যাংশ	৬০-৬০
(ঙ) অন্যান্য.....	৬১-৬২
১) উৎসে কর কর্তন বা অগ্রিম কর প্রদান	৬১-৬২
২) রয়্যালিটি, সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি হতে অর্জিত আয়ের বন্টন	৬২-৬২
(চ) অন্যান্য উৎস খাতে আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান	৬৩-৬৩

অধ্যায় - ২

করমুক্ত আয় : মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করমুক্ত আয়

১. করমুক্ত আয়ের প্রকারভেদ	৬৪-৬৪
২. মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করমুক্ত আয়	৬৪-৬৪
৩. করহার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত আয়সমূহ	৬৪-৬৫

অধ্যায় - ৩

মোট আয়ের বহির্ভূত করমুক্ত আয়

১. মোট আয়ের বহির্ভূত করমুক্ত আয়	৬৬-৬৬
২. মোট আয়ের বহির্ভূত করমুক্ত আয়সমূহ	৬৬-৬৮

অধ্যায় - ৪

অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ

১. অপ্রদর্শিত আয়	৬৯-৬৯
২. অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণের ক্ষেত্রসমূহ	৬৯-৮৫

অধ্যায় - ৫
আবাসিক মর্যাদা

পৃষ্ঠা নং

১. আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে করদাতার শ্রেণীবিভাগ	৮৬-৮৬
২. সংজ্ঞা.....	৮৬-৮৬
ক) আবাসিক করদাতা	৮৬-৮৬
খ) অনাবাসিক করদাতা	৮৬-৮৬
৩. আবাসিক মর্যাদা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা	৮৬-৮৬
৪. আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে কর হার নির্ণয়	৮৭-৯০

অধ্যায় - ৬
বিনিয়োগ ভাতা

১. বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াতের সংজ্ঞা	৯১-৯১
২. বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের উদ্দেশ্য	৯১-৯১
৩. কর রেয়াত জনিত বিনিয়োগ সমূহ	৯১-৯২
৪. বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত নির্ণয়ের প্রক্রিয়া/ সূত্র	৯২-১০২
৫. বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াতের হার	১০৩-১০৩

অধ্যায় - ৭
ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ নির্ণয়

ক) ব্যক্তি করদাতার উপর সারচার্জ আরোপ	১০৪-১০৭
খ) ব্যক্তির ক্ষেত্রে সারচার্জ আরোপ	১০৭-১১৫
ব্যক্তি করদাতার উপর প্রযোজ্য বিভিন্ন করবর্ষের সারচার্জের তালিকা.....	১১২-১১৫
১) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০২০- ২০২১ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১২-১১২
২) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৯- ২০২০ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১২-১১৩
৩) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৮- ২০১৯ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৩-১১৩
৪) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৭- ২০১৮ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৪-১১৪
৫) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৬ - ২০১৭ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৪-১১৪
৬) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৫- ২০১৬ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৪-১১৪
৭) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৪- ২০১৫ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৫-১১৫

৮) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১৩ - ২০১৪ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৫-১১৫
৯) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১২- ২০১৩ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৫-১১৫
১০) ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে ২০১১- ২০১২ কর বছরে প্রযোজ্য সারচার্জের বিধান ও হার	১১৫-১১৫

অধ্যায় - ৮

আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণ

১. আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যা সহ সমাধান	১১৬-১২৪
--	---------

অধ্যায় - ৯

সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আয় নির্ধারণ ও কর দায় নির্ধারণ

১. সরকারি বেতন আদেশহুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরূপণ	১২৫-১৩৫
---	---------

অধ্যায় - ১০

আয় বিবরণী / রিটার্ন

১. আয়কর রিটার্ন কি	১৩৭-১৩৬
২. কাকে/কেন আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে	১৩৬-১৩৭
৩. আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণে সহায়ক কাগজপত্র / ডকুমেন্টস	১৩৭-১৩৭
৪ বিভিন্ন প্রকার আয়কর রিটার্ন	১৩৮-১৩৮
৫. আয়কর রিটার্ন পূরণ করার নিয়মাবলী	১৩৮-১৪৩
৬. সম্পদ ও দায় বিবরণী	১৪৪-১৫০
৭. জীবনযাত্রার মান বা ব্যয় বিবরণী	১৫১-১৫৪
৮. আয়কর রিটার্নের সাথে কি কি কাগজপত্র/ ডকুমেন্টস দাখিল করতে হয়.....	১৫৪-১৫৭
৯. কখন আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়	১৫৭-১৫৭
১০. আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার যোগ্যতা	১৫৭-১৫৭
১১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য বিলম্ব সুদ আরোপ	১৫৭-১৫৭
১২. আয়কর রিটার্ন জমা না দেওয়ার দণ্ড	১৫৭-১৫৮
১৩. অনলাইনে রিটার্ন দাখিলে কর রেয়াত	১৫৮-১৫৯

অধ্যায় - ১১

ব্যক্তি শ্রেণীর সাধারণ করদাতাদের করহার

১. বিভিন্ন ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করহার নিম্নে দেওয়া হলো ১৬০-১৭৬

অধ্যায় - ১২

কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও কর নির্ধারণের সময়সীমা

১. কর নির্ধারণ কি ১৭৭-১৭৭
২. কর নির্ধারণের পদ্ধতি ১৭৭-১৮৫
- ক) সঠিক রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ ১৭৭-১৭৭
- খ) সার্বজনীন স্ব-নির্ধারণীর ভিত্তিতে কর নির্ধারণ ১৭৭-১৮৩
- গ) শুনানির পর কর নির্ধারণ ১৮৪-১৮৪
- ঘ) সর্বোত্তম বিচারের মাধ্যমে কর নির্ধারণ ১৮৪-১৮৪
৩. কর নির্ধারণের সময়সীমা ১৮৫-১৮৫

অধ্যায় - ১৩

উৎসে আয়কর কর্তন এবং অগ্রিম আয়কর প্রদান

১. ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কতিপয় আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন ১৮৬-১৮৬
- ক) বেতন হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৬-১৮৬
- খ) সঞ্চয়পত্র হতে অর্জিত সুদের উপর উৎসে কর কর্তন ১৮৭-১৮৭
- গ) গৃহসম্পত্তির আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- ঘ) সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানতের সুদ হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- ঙ) ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয়ের উপর সুদ থেকে উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- চ) লভ্যাংশ হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- ছ) লটারী আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- জ) শেয়ার হস্তান্তর মূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলস্ এর প্রকৃত মূল্যের উপর বাট্টা হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- ঞ) পেশা ও কারিগরী সেবার ফি হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৮-১৮৮
- ট) স্টেভেডরিং এজেন্সিকে কমিশন এবং প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৯-১৮৯
- ঠ) প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস হতে উৎসে কর কর্তন ১৮৯-১৮৯

ড) হুকুম দখল সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন	১৮৯-১৮৯
ঢ) অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং অনুষ্ঠান প্রস্তুতকারককে প্রদত্ত অর্থ হতে উৎসে কর কর্তন.....	১৮৯-১৮৯
ণ) খালি জমি, স্থাপনা অথবা যন্ত্রাংশের ভাড়া মূল্য থেকে উৎসে কর কর্তন	১৮৯-১৮৯
ত) বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ বা কনসালটেন্সি ফি এর উপর কর কর্তন.....	১৮৯-১৯০
থ) মোটর কার বা জীপের ফিটনেস নবায়নকালে উৎসে কর কর্তন.....	১৯০-১৯০
২. উৎসে কর কর্তনের সনদ ও চালান সংগ্রহ	১৯০-১৯০
৩. উৎসে কর্তনকৃত করের ক্রেডিট নেওয়ার পদ্ধতি	১৯০-১৯০
৪. অগ্রিম আয়কর প্রদান	১৯০-১৯০
৫. অগ্রিম আয়কর প্রদানের কিস্তি সমূহ	১৯১-১৯১
৬. নতুন করদাতা কর্তৃক অগ্রিম আয়কর প্রদান	১৯১-১৯১
৭. অগ্রিম আয়কর প্রদানের ব্যর্থতার জন্য সুদ আরোপ	১৯১-১৯১
৮ অগ্রিম প্রদত্ত করের ক্রেডিট নেওয়ার পদ্ধতি	১৯১-১৯১
৯ রিটার্ন এর সাথে আয়কর প্রদান.....	১৯১-১৯২
১০ অগ্রিম কর প্রদানে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা	১৯২-১৯২
১১.প্রত্যাপর্ণযোগ্য (রিফান্ড) কর সমন্বয় নিয়মাবলি	১৯২-১৯২

অধ্যায় - ১৪

আপীল প্রক্রিয়া

১. আপীল	১৯৩-১৯৩
ক) আপীল কি	১৯৩-১৯৩
খ) আপীলের প্রকারভেদ	১৯৩-১৯৩
২. আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল	১৯৩-১৯৬
ক) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল কি	১৯৩-১৯৩
খ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল আবেদনের ক্ষেত্রসমূহ.....	১৯৪-১৯৪
গ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীলের নিয়মাবলী	১৯৫-১৯৫
ঘ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল করার পরবর্তী কার্যক্রম	১৯৫-১৯৫
ঙ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা	১৯৫-১৯৫
চ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল করার অধিকারী ব্যক্তি	১৯৬-১৯৬

ছ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল কার আদেশের বিরুদ্ধে করতে হয়.....	১৯৬-১৯৬
জ) আপীলেট যুগ্ম কমিশনার/ কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল কার বরাবর করা হয়	১৯৬-১৯৬
৩. আপীলেট ট্রাইবুনাল.....	১৯৬-১৯৭
ক) আপীলেট ট্রাইবুনাল আপীল কি.....	১৯৬-১৯৬
খ) আপীলেট ট্রাইবুনালে আপীলের নিয়ম	১৯৬-১৯৭
গ) আপীলেট ট্রাইবুনালে আপীল করার পরবর্তী কার্যক্রম	১৯৭-১৯৭
ঘ) আপীলেট ট্রাইবুনালে আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা	১৯৭-১৯৭
ঙ) আপীলেট ট্রাইবুনালে আপীল করার অধিকারী ব্যক্তি	১৯৭-১৯৭
চ) আপীলেট ট্রাইবুনালে আপীল কার আদেশের বিরুদ্ধে করতে হয়	১৯৭-১৯৭
ছ) আপীলেট ট্রাইবুনালে আপীল কিসের বরাবর করতে হয়	১৯৭-১৯৭
৪. অন্যান্য আপীল	১৯৮-১৯৮
ক) হাইকোর্ট বিভাগে সুপারিশ.....	১৯৮-১৯৮
খ) আপীলেট বিভাগে আপীল	১৯৮-১৯৮

অধ্যায় - ১৫

দানকর

১. দানকর আইন ১৯৯০	১৯৯-২০৮
পরিশিষ্ট-৪.....	২০৯-২০৯

অধ্যায়-১ আয়ের খাতসমূহ

১. বেতন খাতে আয় :

ক. সংজ্ঞা :

বেতন : কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে করদাতা যে আয় অর্জন করেন তাকে বেতন বলা হয়।

খ. বেতনের উপাদান :

[ধারা ২(৫৮)]

নিয়োগকর্তা কর্তৃক মূল বেতনের সাথে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে যা বেতন পূরক হিসেবে বিবেচিত এবং যাহা বেতনের উপাদান সমূহ হিসাবে গণ্য হয়। বেতনের উপাদান সমূহ নিম্নরূপঃ

১) মূল বেতন :

মূল বেতন বলতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক মূল বেতন হিসাবে প্রদত্ত অর্থ এবং সুবিধা। মূল বেতনের সম্পূর্ণ অর্থ বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) মহার্ঘ ভাতা :

নিয়োগকর্তা কর্তৃক মহার্ঘ ভাতা হিসাবে প্রদত্ত অর্থ এবং সুবিধা প্রদান করে থাকলে মহার্ঘ ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩) উৎসব ভাতা :

চুক্তির শর্তানুযায়ী বা স্বেচ্ছায় নিয়োগকর্তা কর্মীকে সন্তুষ্ট এবং উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবে মূল বেতনের বহির্ভূত যে অর্থ প্রদান করে তাকে উৎসব ভাতা বলে। এই ভাতা কর্মীর বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪) ওভারটাইম :

একজন কর্মচারী যখন তার চাকুরির চুক্তি বা শর্তানুযায়ী সাধারণ সময়ের বাহিরে যে অতিরিক্ত সময় কাজ করেন এবং এই অতিরিক্ত সময়ের জন্য নিয়োগকর্তা তাকে যে ভাতা দেয় তাকে ওভারটাইম বলে। এই ওভারটাইম করদাতার বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫) অগ্রিম বেতন :

[ধারা ২১ (১) (বি)]

কোন আয়বর্ষে কর্মচারী নিয়োগকর্তার নিকট থেকে অনুপার্জিত কোন বেতন অগ্রিম প্রাপ্ত হলে তাকে অগ্রিম বেতন বলে। আয়বর্ষে প্রাপ্ত অগ্রিম বেতন করদাতার উক্ত আয়বর্ষে বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে ও করধার্য হবে। পরবর্তী বর্ষে উক্ত কর্মচারী বেতন আয় হতে উক্ত অগ্রিম বেতন বাদ যাবে ও অকরধার্য হবে।

৬) বকেয়া বেতন :

[ধারা ২১ (১) (সি)]

কোন আয়বর্ষে করদাতা যদি পূর্বের কোন আয়বর্ষের বেতন গ্রহণ করে এবং তা সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের মোট আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তা যে বৎসর প্রাপ্ত হবে সেই বৎসর বেতন আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং করধার্য হবে।

৭) বাড়ি ভাড়া ভাতা :

[বিধি ৩৩ (এ)]

বাড়ি ভাড়া ভাতা যদি নগদ টাকায় পাওয়া যায় তাহলে বাড়ি ভাড়া ভাতা বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায় তা থেকে মূল বেতনের ৫০% অথবা মাসিক ২৫,০০০ টাকা করে মোট ৩,০০,০০০ টাকার মধ্যে যেটি কম সেটি বাদ দিয়ে বাকী / অবশিষ্ট বাড়ি ভাড়া ভাতা যদি থাকে তা বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

ভাড়া বিহীন বাসস্থান :

[বিধি ৩৩ (বি)]

করদাতা যদি নিয়োগকর্তার নিকট হতে বসবাসের জন্য ভাড়াবিহীন বাসস্থান পায় তবে উক্ত করদাতার আয়ের সাথে তার মূল বেতনের ২৫% করযোগ্য আয় হিসাবে যোগ হবে।

হ্রাসকৃত ভাড়ায় বাসস্থান :

করদাতা যদি নিয়োগকর্তা থেকে বসবাসের জন্য হ্রাসকৃত ভাড়ায় সজ্জিত বা অসজ্জিত বাসস্থান প্রাপ্ত হন সে ক্ষেত্রে মূল বেতনের ২৫% হতে প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়া বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।

৮) যাতায়াত ভাতা :

[বিধি ৩৩ (সি)]

করদাতা যদি কোম্পানি থেকে যাতায়াত ভাতা বাবদ নগদ কোন অর্থ পায় তাহলে তা থেকে বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা (যা করমুক্ত) বাদ দিয়ে বাকী টাকা তার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ করতে হবে।

যানবাহন সুবিধা :

[বিধি ৩৩ (ডি)]

করদাতা যদি কোম্পানি অথবা নিজস্ব কাজে ব্যবহারের জন্য কোম্পানি থেকে কোন গাড়ী প্রাপ্ত হয় তখন তার মূল বেতনের ৫% অথবা ৬০,০০০ টাকা দুটির মধ্যে যেটি বেশি সেটি তার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ করতে হবে।

যাতায়াত ভাতা ও যানবাহন সুবিধা :

[বিধি ৩৩ (ই)]

তবে কোম্পানি যদি করদাতাকে যাতায়াতের জন্য গাড়ি এবং নগদ টাকা উভয় সুবিধা দিয়ে থাকেন তাহলে মূল বেতনের ৫% অথবা ৬০,০০০ টাকা দুটির মধ্যে যেটি বেশি এবং করদাতাকে নগদ প্রদত্ত সম্পূর্ণ টাকা দুটোই তার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ করতে হবে।

৯) ভ্রমণ ভাতা :

[বিধি ৩৩ (জি)]

কোন করদাতা কোম্পানি থেকে পরিবারসহ বিদেশ ভ্রমণের জন্য যদি কোন ভাতা পান তাহলে সেই ভাতা থেকে ভ্রমণের প্রকৃত খরচ বাদ দিয়ে যদি অতিরিক্ত কোন টাকা থেকে যায় তাহলে সেই অতিরিক্ত অর্থ তার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ করতে হবে। এরূপ ভ্রমণ ভাতার কর অব্যাহতির সুবিধা প্রতি দুই বৎসরে একবার প্রাপ্ত হবে। করদাতা যদি প্রতি বৎসর এরূপ ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্ত হয় তখন প্রথম বৎসর প্রাপ্ত ভ্রমণ ভাতা হতে প্রকৃত খরচ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে। দ্বিতীয় বৎসর প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে। তবে নিয়োগপত্রে (চুক্তিপত্রে) এরূপ ভ্রমণের শর্ত থাকতে হবে। চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে না হলে সম্পূর্ণ অর্থ বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

১০) আপ্যায়ন ভাতা :

[বিধি ৩৩ (এইচ)]

কোন করদাতা যদি কোম্পানি থেকে কোনো আপ্যায়ন ভাতা পায় তাহলে তা তার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে। তবে অফিস সময়ের মধ্যে অফিসে ফ্রি চা, কফি, পানীয় অথবা এরূপ কোন সুবিধা প্রদান করা হলে তা বেতন খাতে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১১) চিকিৎসা ভাতা :

[বিধি ৩৩ (আই)]

কোম্পানি থেকে করদাতাকে যদি চিকিৎসা ভাতা বাবদ কোন অর্থ প্রদান করে তাহলে সেই অর্থ থেকে করদাতার চিকিৎসা বাবদ ১,২০,০০০ টাকা বা মূল বেতনের ১০% যেটি কম সেটি বাদ দিয়ে বাকী টাকা তার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ করতে হবে।

- তবে প্রতিবন্ধী করদাতার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে।
- কোন করদাতার হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যান্সার সার্জারির খরচ নিয়োগকর্তা কর্তৃক পুনঃভরণ (Reimburse) করা হলে উক্ত অর্থ করমুক্ত থাকবে। তবে শেয়ারহোল্ডার পরিচালকগণ এ কর অব্যাহতির সুবিধা পাবে না।

১২) বেতনের পরিবর্তে মুনাফা :

[ধারা ২ (৫৮) (সি)]

চাকুরীর চুক্তি বা শর্তসাপেক্ষে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন কর্মচারী নিয়োগকর্তা হতে বেতনের পরিবর্তে ব্যবসায়ী মুনাফার অংশ পেয়ে থাকে। বেতনের বৈশিষ্ট্য সমূহ থাকায় বেতনের পরিবর্তে মুনাফাকে বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৩) ছুটি নগদীকরণ :

[ধারা ২ (৫৮) (ই)]

চাকুরির চুক্তি বা শর্তানুযায়ী কর্মচারী যে ছুটি পায় এবং সে যদি সে ছুটি না কাটানোর জন্য নিয়োগকর্তার নিকট থেকে যে ভাতা পায় তাকে ছুটি নগদীকরণ বলে। এটা করদাতার বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪) লিভ ফেয়ার এসিস্ট্যান্স :

[ধারা ২ (৪৫) (১)]

করদাতা যদি ছুটি কাটানোর জন্য কোম্পানি থেকে কোন ভাতা পায় তাহলে তাকে লিভ ফেয়ার এসিস্ট্যান্স বলবে এবং তা করদাতার বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৫) অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিলে চাঁদা :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২১]

করদাতার কর্মরত কোম্পানিতে যদি অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিল থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কোম্পানির চাঁদার অংশটুকু বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৬) শ্রমিকের মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২১]

শ্রমিকের মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল থেকে করদাতা যদি কোন অর্থ প্রাপ্ত হয় তাহলে উক্ত আয় এর ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত এবং অতিরিক্ত টাকা করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

১৭) অনুমোদিত গ্র্যাচুয়িটি (আনুতোষিক) তহবিলে চাঁদা :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২০]

সরকারি এবং অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে তবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত টাকা করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

১৮) অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল হতে অর্জিত সুদ :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২৫]

অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল হতে বেতনের ১/৩ অংশ পর্যন্ত অর্জিত সুদ (এখানে বেতন বলতে মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বুঝাবে) অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার ১৪.৫০%, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম সে পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে। এর অতিরিক্ত অর্থ বেতন খাতে আয় হিসাবে দেখাতে হবে।

গ. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় :**১) অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল :**

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২১]

করদাতা চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলে অথবা করদাতা চাকুরী ছেড়ে চলে গেলে কোম্পানীর ভবিষ্যত তহবিল থেকে এককালীন যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা সম্পূর্ণ করমুক্ত আয় অর্থাৎ সেই টাকা করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যুক্ত হবে না।

২) অনুমোদিত গ্রাচুইটি (আনুতোষিক) তহবিল :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২০]

সরকারি এবং অনুমোদিত গ্রাচুইটি তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে তবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত টাকা করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

৩) শ্রমিকের মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২১]

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে গঠিত শ্রমিকের মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল থেকে করদাতা যদি কোন অর্থ প্রাপ্ত হয় তাহলে উক্ত আয় এর ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত এবং অতিরিক্ত টাকা করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যোগ হবে।

৪) অবসর ভাতা :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ৮]

অবসর ভাতা বাবদ করদাতা যদি কোন সরকারি এবং অনুমোদিত পেনশন ফান্ড হতে অর্থ প্রাপ্ত হয় তাহলে উক্ত আয় সম্পূর্ণ করমুক্ত এবং সেই অর্থ করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যুক্ত হবে না।

৫) অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে চাঁদা :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২১]

অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে চাঁদা করদাতার বেতন খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬) স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২৬]

স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় করদাতা যদি কোন অর্থ প্রাপ্ত হয় তাহলে ঐ অর্থ করদাতার বেতন খাতে আয়ের সাথে যুক্ত হবে না।

৭) অফিস বা চাকুরীর স্বার্থে কর্তব্য পালনার্থে প্রাপ্ত অর্থ :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ৫]

করদাতা যদি অফিস বা চাকুরীর দায়িত্ব পালনে অর্থ ব্যয়ের জন্য অফিস বা নিয়োগকর্তা থেকে কোন প্রকার অর্থ প্রাপ্ত হন তা বেতন খাতে করযোগ্য আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ঘ. অন্যান্য :

১) বেতন পূরক (Perquisite) :

[বিধি ৩৩এ থেকে ৩৩জে]

কর্মচারী নিয়োগকর্তার নিকট হতে চাকুরীর শর্তানুযায়ী আয়বর্ষে বেতন ছাড়াও যে সকল সুযোগ সুবিধা পায় বা ভোগ করে থাকে তাকে বেতন পূরক বলে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বেতন পূরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক) ভাড়ামুক্ত বাসস্থান সুবিধা।

খ) কনসেশন হারে বাসস্থান সুবিধা দেওয়া হলে উহার মূল্য

গ) করদাতার নিজের জীবনের উপর বা তার স্ত্রীর জীবনের উপর বা তার উপর নির্ভরশীল সন্তানের জীবনের উপর গৃহীত বীমা প্রিমিয়াম বা আর্থিক বৃত্তির জন্য নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত অর্থ।

ঘ) বিনামূল্যে বা কনসেশন হারে যে কোন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলে উহার মূল্য।

ঙ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোন কর্মচারীর দায় পরিশোধিত অর্থ।

২) উৎসে কর কর্তন/ অগ্রিম কর প্রদান :

[ধারা ৫০]

কোন ব্যক্তির বেতন খাত হতে অর্জিত আয় যদি ন্যূনতম করযোগ্য সীমা অতিক্রম করে তাহলে ঐ ব্যক্তির বেতন প্রদান করার সময় সরকার বা যে কোন নিয়োগকর্তা তার বেতন থেকে প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করে রাখবে এবং কর্তনকৃত কর চালান বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ঐ ব্যক্তির কর অঞ্চলে জমা দিয়ে চালান সংগ্রহ করবে এবং সেই চালানের একটি কপি কোম্পানি করদাতাকে প্রদান করবে অথবা করদাতা কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করে নিবে।

এছাড়াও মহান জাতীয় সংসদের সদস্যগণ যে সম্মানী এবং উৎসব বোনাস প্রাপ্ত হবেন সেখান থেকে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। তবে অন্যান্য ভাতাদি করমুক্ত থাকবে অর্থাৎ এক অর্থ বৎসর সরকার থেকে প্রাপ্ত ভাতাদি যেমন বাড়ী ভাড়া বা অন্যান্য সুবিধাদি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ মোট করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। ১লা জুলাই, ২০১৪ থেকে প্রাপ্ত সম্মানীর উপর উৎসে কর কর্তনের এ বিধান কার্যকর হবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে আলোচনা করা হল :

একজন সরকারি কর্মকর্তা মাসিক ৪০,০০০ টাকা মূল বেতন প্রাপ্ত হন। তিনি বাৎসরিক $(৪০,০০০ \times ১২) = ৪$ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রাপ্ত হলে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ২৩ হাজার টাকা। তিনি মোট আয়ের সর্বোচ্চ ২৫% হারে অর্থাৎ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। যেহেতু উনার মোট আয় ১০ লক্ষ টাকার কম সুতরাং এ বিনিয়োগের উপর ১৫% হারে ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। ফলে তার প্রদেয় করের পরিমাণ বৎসরে দাড়ায় $(২৩,০০০ - ১৮,০০০) = ৫,০০০/-$ টাকা। এই টাকার উপর মাসিক $(৫,০০০/১২) = ৪১৭/-$ টাকা উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

অর্থ আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ধারা ৫০ (২এ) অনুসারে বেতনভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কে উৎস পর্যায়ে অতিরিক্ত কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

এ বিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

বেতন হতে উৎসে কর কর্তন না করা অথবা কম হারে উৎসে কর কর্তনের প্রত্যয়নপত্রের জন্য একজন করদাতাকে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের উপকর কমিশনারের নিকট আবেদন করতে হবে। উপকর কমিশনার করদাতার সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বেতনের উপর প্রযোজ্য করহার সম্পর্কে

প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। এই প্রত্যয়নপত্র করদাতা বেতন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন এবং প্রত্যয়নপত্রের বর্ণিত হারে বেতন হতে উৎসে আয়কর কর্তন করবেন।

৩) কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা :

[ধারা ২ (২৭ ও ২৮)]

কর্মচারী : যে ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগকর্তার নিকট হতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতন প্রাপ্ত হয় তাকে কর্মচারী বলে।

নিয়োগকর্তা : নিয়োগকর্তা হল সেই ব্যক্তি যিনি কোন কাজের জন্য উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করেন।

৬. বেতন খাতে মোট আয় নির্ণয় ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান :

মিঃ শাহিনুর বখতিয়ার একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। ২০১৯-২০২০ আয়বর্ষে তার বেতন খাত হতে অর্জিত আয়ের বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
১.	মূল বেতন	৬,০০,০০০
২.	যাতায়াত ভাতা	৫০,০০০
৩.	চিকিৎসা ভাতা	৬০,০০০
৪.	উৎসব ভাতা	২,১৩,৫০০
৫.	ওভার টাইম	৪০,০০০
৬.	অগ্রিম বেতন	১,০০,০০০
৭.	বকেয়া বেতন	৫০,০০০
৮.	ছুটি নগদিকরণ	১,২০,০০০
৯.	লিভ ফেয়ার এসিস্ট্যান্স	২,০০,০০০
১০.	ভ্রমণ ভাতা	৫০,০০০
১১.	আপ্যায়ন ভাতা	৫০,০০০
১২.	অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিলে নিয়োগকর্তার দান	৬০,০০০
১৩.	শ্রমিক মুনাফা অংশ গ্রহণ তহবিল	৭,১৫,২৫০
১৪.	অন্যান্য ভাতা	৫০,০০০

এছাড়াও তিনি যাতায়াত ভাতা বাবদ কোম্পানী থেকে গাড়ি সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং তিনি কোম্পানী থেকে বাড়ি ভাড়া ভাতা বাবদ মাসিক ৩০,০০০ টাকা পেয়ে থাকেন।

তিনি উক্ত কোম্পানীতে ১০ বৎসর যাবৎ চাকুরি করার পর তিনি এই আয়বর্ষে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের সময় তিনি নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো গ্রহণ করেছেন।

১. অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল	২০,১২,৫০০/=
২. অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল	২,১৩,২০০/=
৩. অনুমোদিত গ্র্যাচুয়িটি তহবিল	২,৫৫,০০,০০০/=
৪. অবসর ভাতা	৮,৫৫,৭০০/=

এছাড়া বেতন হতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ২,২০,০০০ টাকা।

সমাধানঃ

ক্রমিক নং	বেতন খাতে আয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
ক)	মূল বেতন		৬,০০,০০০	
খ)	বাড়ি ভাড়া ভাতা : বাড়ি ভাড়া ভাতা (৩০,০০০ × ১২) বাদ : মূল বেতনের ৫০% (৬,০০,০০০ × ৫০%) = ৩,০০,০০০ অথবা মাসিক ২৫,০০০ টাকা (২৫০০০ × ১২) = ৩,০০,০০০ (উপরোক্ত দুটির টাকার মধ্যে যেটি কম সেটি বাড়ি ভাড়া ভাতা থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট)	৩,৬০,০০০ <u>৩,০০,০০০</u>	৬০,০০০	
গ)	যাতায়াত সুবিধা : যাতায়াত ভাতা যানবাহন সুবিধা (মূল বেতনের ৫% অথবা ৬০,০০০ টাকা দুটির মধ্যে যেটি বেশি) (যেহেতু উনি উভয় সুবিধা পেয়ে থাকেন সেহেতু দুটোই তার বেতন খাতের আয়)	৫০,০০০ <u>৬০,০০০</u>	১,১০,০০০	
ঘ)	চিকিৎসা ভাতা : বাদঃ রেয়াত- মূল বেতনের ১০% = ৬০,০০০ অথবা বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা (উপরোক্ত দুটির মাঝে যেটি কম)	৬০,০০০ <u>৬০,০০০</u>		
ঙ)	উৎসব ভাতা		২,১৩,৫০০	
চ)	ওভার টাইম		৪০,০০০	
ছ)	অগ্রিম বেতন		১,০০,০০০	
জ)	বকেয়া বেতন		৫০,০০০	
ঝ)	ছুটি নগদিকরণ		১,২০,০০০	
ঞ)	লিভ ফেয়ার এসিস্ট্যান্স		২,০০,০০০	

ক্রমিক নং	বেতন খাতে আয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
ট)	ভ্রমণ ভাতা বাদঃ অকরধার্য (সম্পূর্ণ প্রকৃত খরচ) (প্রতি দুই বছরে একবার)	৫০,০০০ ৫০,০০০		
ঠ)	আপ্যায়ন ভাতা		৫০,০০০	
ড)	অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিলে নিয়োগকর্তার দান		৬০,০০০	
ঢ)	শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ	৭,১৫,২৫০ ৫০,০০০	৬,৬৫,২৫০	
ণ)	অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ বাদঃ সম্পূর্ণ অকরধার্য	২০,১২,৫০০ ২০,১২,৫০০		
ত)	অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ বাদঃ সম্পূর্ণ অকরধার্য	২,১৩,২০০ ২,১৩,২০০		
থ)	অনুমোদিত গ্র্যাচুয়িটি তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ বাদঃ অকরধার্য	২,৫৫,০০,০০০ ২,৫০,০০,০০০	৫,০০,০০০	
দ)	অবসর ভাতা বাদঃ সম্পূর্ণ অকরধার্য	৮,৫৫,৭০০ ৮,৫৫,৭০০		
ধ)	অন্যান্য ভাতা		৫০,০০০	
	বেতন খাতে মোট করযোগ্য আয়			২৮,১৮,৭৫০

টীকা :

অর্থ আইন ২০১৯ অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর ক্লজ (45) এর Perquisite এর সংজ্ঞাটি সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনের ফলে Incentive bonus Perquisite পরিগণনায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। অপরদিকে Leave fare assistance পূর্বে Perquisite পরিগণনায় অন্তর্ভুক্ত হতো না কিন্তু অর্থ আইন ২০১৯ সংশোধনের মাধ্যমে করবর্ষ ২০১৯-২০ হতে Leave fare assistance পরিগণনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. সিকিউরিটিজ (নিরাপত্তা জামানত) হইতে সুদ খাতে আয় :

ক. সংজ্ঞা / আওতা :

[ধারা ২২]

একজন করদাতার নিম্নে বর্ণিত আয় সমূহ সিকিউরিটিজ এর উপর সুদ খাতে আয় হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে এবং পরিগণনা করা হবে। যথা-

- ১) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ।
- ২) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড (টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ট্রেজারী বন্ড)।
- ৩) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার।
- ৪) কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্র।
- ৫) অর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য সিকিউরিটি যা কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাদের পক্ষে অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত।

খ. সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে আয়ের উপাদান :

সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে করদাতাদের আয় নেই বললে চলে। কারণ বাংলাদেশে সিকিউরিটি ইনস্ট্রুমেন্ট এবং কোম্পানি ঋণ পত্রের তেমন প্রচলন নেই। এছাড়াও অধিকাংশ করদাতা সিকিউরিটিজ ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে পরিচিত না (অর্থাৎ কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টকে সিকিউরিটিজ ইনস্ট্রুমেন্ট বলে তা জানেনা) তাই যে সকল আয়ের উপাদান সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে তার কতিপয় উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

- ১) প্রতিজ্ঞাপত্রের সুদ।
- ২) ট্রেজারী বন্ডের সুদ।
- ৩) কোম্পানি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্রের সুদ।
- ৪) বাহক বন্ডের সুদ।
- ৫) জাতীয় বন্ডের সুদ।
- ৬) ডিবেঞ্চারের সুদ।

উপরোক্ত খাতে কোন করদাতার কোন আয় বৎসরে আয় অর্জন হলে তা করদাতাকে সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে আয় হিসাবে দেখাতে হবে। যদি করদাতা নীট সুদ গ্রহণ করে তাহলে উক্ত সুদকে মোটাক্ষিত (Gross-up) করতে হবে এবং উৎস কর্তনকৃত করকে পরিশোধিত কর হিসাবে আয়কর রিটার্নের আয় বিবরণীর পরিশোধিত করের উৎস কর্তনকৃত করের ঘরে দেখাতে হবে।

গ. বিয়োজন :

[ধারা ২৩]

কোন করদাতা তার সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে অর্জিত আয় থেকে নিম্নে উল্লেখিত খরচ সমূহ বিয়োজন করতে পারবে। যথা :

- ১) ব্যাংক চার্জ এবং কমিশন : করদাতার পক্ষে সুদ আদায়ের জন্য অথবা সুদ প্রদানকালে ব্যাংক কোন প্রকার চার্জ বা কমিশন কর্তন করলে তা করদাতা সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দিতে পারবে।
- ২) ঋণকৃত মূলধনের সুদ : করদাতা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করলে উক্ত গ্রহণকৃত ঋণের উপর আয় বৎসর প্রদত্ত সুদ করদাতা সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দিতে পারবে।

৩) অন্যান্য খরচ : উপরে উল্লেখিত খরচ ছাড়া করদাতার সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে আয় অর্জনে অন্য কোন প্রকার খরচ হয়ে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দেওয়া যাবে। তবে সংশ্লিষ্ট খরচের জন্য যথোপযুক্ত প্রমানাদি রাখতে হবে।

ঘ. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় :

১) করমুক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ সুদ : [ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ২৪, প্যারা ২৪এ, প্যারা ৪০]

কোন করদাতা যদি করমুক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ হতে সুদ প্রাপ্ত হয় তাহলে তা সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ কালে উক্ত আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২) জিরো কুপন বন্ড থেকে আয় : [৬ষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা - ৪০]

জিরো কুপন বন্ড বিক্রয় করে করদাতার যদি কোন আয় হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ করমুক্ত আয়।

ঙ. অন্যান্য বিষয় :

১) উৎসে কর কর্তন : [ধারা - ৫১ ও ধারা ৫২ ডি]

করদাতাকে তার প্রাপ্ত সরকারি সিকিউরিটিজ অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন প্রকার সিকিউরিটিজের সুদ গ্রহণকালে সুদ প্রদানকারী প্রাপ্ত সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তন বাবদ কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা করদাতাকে প্রদান করবে। উক্ত কর্তনকৃত কর করদাতা আয়কর রিটার্নের আয় বিবরণীর উৎসে কর্তিত করের ঘরে পরিশোধিত কর হিসাবে দাবী করতে পারবে। তবে করদাতাকে অবশ্যই কর কর্তনের সনদ বা কর্তনকৃত কর জমা দেওয়ার চালান সংগ্রহ করে তার ফটোকপি আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

চ. সিকিউরিটিজ হইতে সুদ খাতে আয় নির্ণয় ও কর দায় নির্ধারণের জন্য সমস্যাসহ সমাধান :

মিঃ শাহিনুর বখতিয়ার একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। ২০১৯-২০২০ আয়বর্ষে তার সিকিউরিটি সুদখাত হতে অর্জিত আয়ের বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

১. ঋণপত্রের সুদ	২৫,০০০
২. সরকারি ঋণের সুদ	৩০,০০০
৩. ট্রেজারী বিলের সুদ	১০,০০০
৪. বাহক বন্ডের সুদ	১৮,০০০

উক্ত আয়ের জন্য ব্যাংক চার্জ বাবদ ৩,৫০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ৫,০০০ টাকা খরচ করেন।

সমাধানঃ

ক্রমিক নং	সিকিউরিটিজ সুদ খাতে আয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
ক)	সরকারি ঋণের সুদ	৩০,০০০		
খ)	ট্রেজারী বিলের সুদ	১০,০০০		
গ)	বাহক বন্ডের সুদ	১৮,০০০		
ঘ)	ঋণপত্রের সুদ	২৫,০০০		
	সুদ খাতে মোট আয়		৮৩,০০০	
	বাদঃ ১) ব্যাংক চার্জ ও কমিশন	৩,৫০০		
	২) অন্যান্য খরচ	৫,০০০		
	মোট অনুমোদনযোগ্য খরচ		৮,৫০০	
	সিকিউরিটিজ সুদ খাতে নীট করযোগ্য আয়			৭৪,৫০০

৩. বাড়ি ভাড়া খাতে আয় :**ক. সংজ্ঞা/ আওতা :****১) বাড়ি ভাড়া :**

কোন বাড়ি বা বাসা ব্যবহার করার জন্য প্রত্যেক মাসে অথবা লিজ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যবহার জনিত কারণে যে অর্থ প্রদান করে তাকে বাড়ি ভাড়া বলে।

২) বাড়ী ভাড়া খাতে আয় :

[ধারা ২৪]

করদাতার যদি কোন বাড়ী থাকে এবং সেই বাড়ী ভাড়া অথবা লিজ দিয়ে কোন অর্থ প্রাপ্ত হয় সেই প্রাপ্ত অর্থকে বাড়ী ভাড়া খাতে আয় বলা হবে।

৩) বার্ষিক মূল্য :

[ধারা ২(৩)]

গৃহের চাহিদা, পরিবেশ প্রভৃতি বিবেচনা করে গৃহ সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে যে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ভাড়া পাওয়া যায় তাকে বার্ষিক মূল্য বলে। অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া গৃহ সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে গৃহটি ভাড়া দেওয়া যায় উহা অথবা প্রকৃত ভাড়া এদের মধ্য যেটি বড় তাকে বার্ষিক মূল্য বলে।

উদাহরণ :

একটি বাড়ি মাসিক ৫,০০০ টাকা ভাড়া দেওয়া হল। বাড়িটির পৌরমূল্য ৫০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে ভাড়া মূল্য $(৫,০০০ \times ১২) = ৬০,০০০$ টাকা অথবা পৌরমূল্য ৫০,০০০ টাকার মধ্যে ভাড়া মূল্য বেশী। সুতরাং বার্ষিক মূল্য ৬০,০০০ টাকা।

৪) বার্ষিক চার্জ :

[ধারা ২৫ (ই)]

সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহ সম্পত্তির আয়ের উপর ধার্যকৃত যেকোন করকে বার্ষিক চার্জ বা পৌর কর বলে। বার্ষিক চার্জের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কর বা পৌর কর বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক চার্জ অনুমোদনযোগ্য খরচ বলে পরিগণিত হয়।

খ. বাড়ি ভাড়া খাতে আয়ের উপাদান :

১) বাড়ি ভাড়া :

[ধারা ২৪]

করদাতা যদি নিজস্ব কোন বাড়ি, আসবাবপত্র, ফিকচার ফিটিংস ইত্যাদিসহ বাণিজ্যিক বা আবাসিক যে কোন ক্ষেত্রে ভাড়া দিয়ে তার কোন আয় হয় তাহলে সেই আয় তার বাড়ি ভাড়া খাতে আয় বলে গণ্য হবে। বাড়ি ভাড়ার বার্ষিক মূল্য থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং আইন অনুযায়ী অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে বাকী টাকা তার বাড়ি ভাড়া খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) অগ্রিম ভাড়া :

[ধারা ১৯ (২২)]

করদাতা তার গৃহসম্পত্তি বা তার অংশ বিশেষ ভাড়া দেওয়ার সময় যদি অগ্রিম কোন অর্থ গ্রহণ করে এবং সেই অর্থ যদি সে সমন্বয় না করে তাহলে উক্ত অর্থ যে বৎসর গ্রহণ করা হবে সেই বৎসরে করদাতার গৃহ সম্পত্তি আয় বলে গণ্য হবে এবং যে বৎসর এই অর্থ ফেরত দিবে সেই বৎসর তা তার গৃহসম্পত্তি আয় থেকে বাদ যাবে। আবার করদাতা ইচ্ছা করলে গ্রহণকৃত সম্পূর্ণ অর্থ এক বৎসরে আয় হিসেবে না দেখিয়ে যে বৎসর অর্থ গ্রহণ করেছেন সে বৎসরে এবং পরবর্তী চার বৎসরে সমান কিস্তিতে বন্টন করে দেখাতে পারবেন।

৩) অগ্রিম ভাড়া সমন্বয়কৃত অর্থ :

[ধারা ১৯ (২২এ)]

বিদ্যমান আইনের ধারা ১৯(২২) অনুযায়ী গৃহ সম্পত্তি ভাড়া দেয়ার বিপরীতে গৃহীত অর্থ, ভাড়ার সাথে সমন্বয়যোগ্য না হলে তা গৃহ সম্পত্তির মালিকের গৃহ সম্পত্তি আয় হিসাবে গণ্য করা হয়। উল্লিখিত অর্থ, ভাড়ার সাথে সমন্বয়যোগ্য হলে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে সে সংক্রান্ত বিধান অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ ধারা ১৯ এ নতুন উপ ধারা ২২এ তে সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত নতুন বিধান অনুযায়ী বাড়ি ভাড়ার সাথে সমন্বয়যোগ্য দুই লাখ টাকার অধিক পরিমাণের অগ্রিম ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গৃহীত না হলে তা গৃহ সম্পত্তির মালিকের গৃহ সম্পত্তি আয় হিসাবে গণ্য করা হবে। এছাড়া সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গৃহীত হলেও তা বাড়ি ভাড়া চুক্তির মেয়াদ বা পাঁচ বছর এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের মধ্যে বাড়ি ভাড়ার সাথে সমন্বয় করতে হবে। যদি অগ্রিম অর্থ উক্ত সময়ের মধ্যে সমন্বয় করা না হয় তবে যতটুকু সমন্বয় হয়নি ততটুকু সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে গৃহ সম্পত্তি মালিকের গৃহ সম্পত্তি আয় হিসাবে গণ্য হবে।

২০২০-২১ কর বছর সংশ্লিষ্ট আয় বছর থেকে এরূপ অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নতুন প্রবর্তিত এ বিধান কার্যকর হবে।

উদাহরণ-১ :

জনাব কৌশিক আহমেদ ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে নগদ দুই লাখ টাকা অগ্রিম বাড়িভাড়া গ্রহণ করেছেন। যেহেতু অগ্রিম বাড়িভাড়ার পরিমাণ দুই লাখ টাকার অধিক নয় সেহেতু এক্ষেত্রে ধারা ১৯ এর উপ ধারা ২২এ এর বিধান প্রযোজ্য নয়।

৮) শূন্য বাড়ি ভাড়া :

[ধারা ২৫(১)(জে)]

করদাতার গৃহসম্পত্তি (সম্পূর্ণ অংশ) যদি বৎসরের কিছু সময় খালি থাকে তাহলে সেই খালি সময়ের মূল্য তার গৃহসম্পত্তি আয় থেকে বাদ যাবে।

৯) খালি অংশের ভাড়া :

[ধারা ২৫(১)(কে)]

যদি করদাতার গৃহসম্পত্তির কিছু অংশ ভাড়া দেয় এবং কিছু অংশ খালি থাকে তাহলে সেই খালি অংশের ভাড়া মূল্য তার মোট আয় থেকে বাদ যাবে।

ঘ. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় :

১) নতুন বাড়ি স্থাপনা হতে আয় :

[৬ষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা ৩৮]

করদাতার গৃহসম্পত্তি যদি সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টঙ্গী উপজেলা, নারায়নগঞ্জ পৌরসভা, গাজীপুর পৌরসভা এবং ঢাকা জেলার যে কোন পৌরসভার বাহিরে হয় এবং সম্পত্তিটি পাঁচতলার কম নয় এবং ন্যূনতম দশ ফ্ল্যাট বিশিষ্ট হয় এবং দালানটি ১লা জুলাই ২০০৯ এবং ৩০শে জুন ২০১৪ এর মধ্যে নির্মাণ হয় তাহলে উক্ত দালানের আয় নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার তারিখ হতে ১০ বছরের জন্য করমুক্ত আয় হিসাবে গণ্য হবে।

ঙ. অন্যান্য :

১) উৎসে কর কর্তন :

i) বাড়ি ভাড়া :

[ধারা ৫৩এ]

ভাড়াটিয়া যদি সরকার অথবা কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থা, কোন কোম্পানী অথবা কোন ব্যাংকিং কোম্পানী, কোন সমবায় ব্যাংক অথবা এনজিও, কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কোন কলেজ বা স্কুল, হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার হয় তবে উক্ত ভাড়াটিয়া বাড়ি ভাড়া থেকে উৎসে ৫% হারে কর কর্তন করবেন। বাড়ির মালিক এরূপ উৎসে কর কর্তনের সনদ বা কর্তনকৃত কর জমা দেওয়ার চালান কর কর্তনকারীর নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন এবং এরূপ সংগ্রহকৃত সনদ বা চালানের ফটোকপি আয়কর রিটার্নের সাথে জমা দিতে হবে।

ii) সম্পত্তি স্থানান্তর মূল্যের উপর কর কর্তন :

[ধারা ৫৩এইচ, বিধি ১৭আইআই]

রেজিস্ট্রেশন কাজে নিয়োজিত কোন অফিসার সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের জন্য বর্ণিত কর আদায় না করে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করবেন না। সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের জন্য কর হার বিধি ১৭আইআই (আয়কর বিধি ১৯৮৪) তে বর্ণিত আছে। তবে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের জন্য কর হার ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি কাঠা (১.৬৫ শতাংশ) ১০,৮০,০০০ টাকা বা দলিল মূল্যের ৪% এ দুটির মধ্যে যেটি বড় তার বেশী হবে না এবং বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ইত্যাদির জন্য প্রতি বর্গ মিটার এর জন্য ৬০০ টাকা বা দলিল মূল্যের ৪% এ দুটির মধ্যে যেটি বড় তার বেশী হবে না।

iii) হুকুম দখল:

[৫২সি]

হুকুম দখল সম্পত্তি যদি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে অবস্থিত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ অর্থের ছয় শতাংশ এবং যদি বাইরে অবস্থিত হয় তাহলে তিন শতাংশ অর্থ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ অর্থ হইতে উৎসে কর কর্তন করা হইবে।

৪. কৃষি খাতে আয় :

ক. সংজ্ঞা/ আওতা :

[ধারা ২(১)]

কৃষি আয় বলতে বাংলাদেশের ভূমি হতে উৎপন্ন আয়সহ কৃষি পণ্য বিক্রয় হতে আয়, প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়, চাষাবাদ মাধ্যমে আয় এবং ভূমি ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের মাধ্যমে আয় ইত্যাদিকে বুঝায়।

খ. কৃষি আয়ের উপাদান :

[ধারা ২(১) এবং ২৬]

১) উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রয় হতে আয় :

[ধারা ২(১) (এ) (iii)]

কৃষি কার্যের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তা কৃষি আয় হিসাবে প্রদর্শন করতে হবে এবং উক্ত প্রদর্শিত আয় থেকে প্রকৃত উৎপাদন খরচসহ (হিসাব পত্র না থাকিলে আয়ের ৬০% উৎপাদন খরচ হিসাবে) উক্ত কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণের অন্যান্য খরচ সমূহ বাদ দিতে হবে।

ধরা যাক, একজন করদাতার ১০ একর কৃষি জমি আছে। উক্ত জমিতে কৃষি কার্য পরিচালনা করে একর প্রতি ৮০ মণ ধান উৎপাদিত হয়েছে প্রতিমণ ধান ৫৮০ টাকা বিক্রি করেছে। উৎপাদন খরচের জন্য কোন প্রকার খাতা পত্র সংরক্ষণ করা হয়নি। কিন্তু তিনি ভূমির খাজনা বাবদ ৫,০০০ টাকা, ঋণকৃত মূলধনের সুদ বাবদ ১৫,০০০ টাকা, অন্যান্য খরচ বাবদ ১২,০০০ টাকা ব্যয় করেন। তবে এখন তার করযোগ্য কৃষি আয় হবে :

কৃষি হতে আয় :

ধান বিক্রয় (৮০ X ১০ X ৫৮০)

৪,৬৪,০০০/-

বাদ : অনুমোদনযোগ্য খরচ সমূহঃ

উৎপাদন খরচ (৪,৬৪,০০০ এর ৬০%)

২,৭৮,৪০০/-

ভূমির খাজনা

৫,০০০/-

ঋণকৃত মূলধনের সুদ

১৫,০০০/-

অন্যান্য ব্যয়

১২,০০০/-

মোট অনুমোদনযোগ্য খরচ

৩,১০,৪০০/-

কৃষি খাতে করযোগ্য আয়

১,৫৩,৬০০/-

২) বর্গা বা জমি ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে আয় :

[ধারা ২(১) (এ) (iv)]

করদাতা যদি জমি বর্গায় চাষাবাদ করতে দেয় এবং কোন প্রকার উৎপাদন খরচ বহন না করেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে চাষাবাদ বা অন্য কোন কৃষি কার্যে ব্যবহারের জন্য অধিকার প্রদান করে থাকেন তখন উক্ত করদাতা বর্গা থেকে প্রাপ্ত কৃষি পণ্য বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ বা ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদান করে যে অর্থ প্রাপ্ত হয় তা কৃষি আয় হিসাবে প্রদর্শন করতে হবে এবং কোন প্রকার উৎপাদন খরচ বাদ দেওয়া যাবে না। তবে করদাতা যদি ভূমি উন্নয়ন কর বা ভূমির খাজনা প্রদান করেন তাহলে তা বাদ দিতে পারবেন।

৩) কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া থেকে আয় :

[ধারা ২(১) (এ) (ii)]

সাধারণত সকল কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে তা বাজারে বিক্রয় করা যায় না। বাজারে বিক্রয়ের পূর্বে তা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয়। এরূপ প্রক্রিয়াকরণ থেকে কোন আয় অর্জিত হলে তা কৃষি আয়ের খাতে দেখাতে হবে এবং উক্ত প্রক্রিয়াকরণে কোন প্রকার ব্যয় হলে তা সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৪) চাষাবাদের মাধ্যমে আয় :

[ধারা ২(১) এ (i) এবং ধারা ২৬(১) এ]

কৃষি উৎপাদন কার্য চাষাবাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করতে হয় যেমন ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি। কতিপয় ব্যক্তি আছে যারা উপরোক্ত কার্য সম্পাদন করে। এরূপ কার্য থেকে যে আয় অর্জন হয় তা কৃষি আয়ের খাতে দেখাতে হবে এবং উক্ত কার্য সম্পাদনে যে সকল ব্যয় সংগঠিত হবে তা সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৫) কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং এর ভাড়া আয় :

[ধারা ২(১)(বি) এবং ২৬(১) (এ)]

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য বা কৃষকের বসবাসের জন্য কোন ভবন ভাড়া দেওয়া হলে উক্ত ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় কৃষি আয়ের খাতে দেখাতে হবে।

৬) কৃষি যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বিক্রয় থেকে মুনাফা :

[ধারা ১৯(১৭) এবং ২৬(১)(বি)]

কৃষি যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বিক্রয় থেকে কোন মুনাফা অর্জিত হলে তা কৃষি আয়ের খাতে দেখাতে হবে। তবে উক্ত মুনাফা কখনো উক্ত যন্ত্রপাতি বা প্লান্টের মোট অবচয় বাদ দেওয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য এবং প্রকৃত ক্রয় মূল্যের পার্থক্যের বেশী হবে না।

৭) কৃষি যন্ত্রপাতি বা প্লান্টের সাথে সম্পর্কিত বীমা দাবী হতে উদ্ধৃত মুনাফা :

[ধারা ১৯(১৯) ও ২৬(১)(বি)]

কৃষি খাতে ব্যবহৃত কোন যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট (যা অবশ্যই বীমাকৃত) বিনষ্ট হলে, ধ্বংস হলে, ভেঙ্গে গেলে তখন বীমা দাবীর প্রেক্ষিতে যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তার সে পরিমাণ অর্থ যা উক্ত যন্ত্রপাতির মোট অবচয় বাদ দেওয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য এবং প্রকৃত ক্রয় মূল্যের পার্থক্যের বেশী হবে না তা কৃষি খাতে আয় হিসাবে দেখাতে হবে।

৮) চা চাষ ও উৎপাদন হতে আয়ের ৬০% :

[ধারা ২৬(২)]

চা চাষ ও উৎপাদন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে আয় অর্জিত হলে উক্ত অর্জিত আয়ের ৬০ শতাংশ কৃষি খাতে আয় হিসাবে দেখাতে হবে।

৯) রাবার, তামাক এবং চিনি ইত্যাদির চাষ ও উৎপাদন হতে আয় :

[ধারা ২৬(৩)]

রাবার, তামাক এবং চিনি ইত্যাদির চাষ ও উৎপাদন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে আয় অর্জিত হলে উক্ত অর্জিত আয়ের ৬০ শতাংশ কৃষি খাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ. বিয়োজন :

[ধারা ২৭]

১) উৎপাদন ব্যয় :

[ধারা ২৭(১)(সি)(২)]

কৃষি আয় থেকে বিয়োজন যোগ্য সর্বপ্রকার খরচ হল উৎপাদন খরচ। যদি উৎপাদন খরচ নির্ধারণের জন্য হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা না হয় তখন উৎপাদন খরচের পরিমাণ হবে কৃষি আয়ের ৬০ শতাংশ, যদি হিসাবের খাতা পত্র সংরক্ষণ করা হয় তাহলে হিসাব পত্র মোতাবেক উৎপাদন খরচ সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দিতে হবে। নিচে উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো দেওয়া হল।

ক) ভূমি চাষাবাদের খরচ।

খ) ভূমি চাষাবাদের উদ্দেশ্যে পশুসম্পদ লালন পালনের খরচ।

গ) উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যয়।

ঘ) বাজারজাতকরণ ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়।

ঙ) কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।

২) ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদান বা বর্গার ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনুমোদন যোগ্য নয় :

যদি কোন ব্যক্তি তার জমি টাকার বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে কৃষি কার্যের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করে তখন উক্ত ব্যক্তি উক্ত আয়ের থেকে নিজ ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ব্যয় বাদ দিতে পারবে না।

৩) ঋণকৃত মূলধনের সুদ :

[ধারা-২৭(১)(এইচ)]

কৃষি কার্য পরিচালনার জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করা হলে উক্ত ঋণকৃত মূলধনের জন্য প্রদত্ত সুদ কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৪) কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া :

[ধারা-২৭(১)(এ)]

কৃষি কার্যে ব্যবহৃত ভূমির জন্য ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া প্রদান করা হলে তা কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৫) কৃষি জমির জন্য প্রদত্ত কর খাজনা অথবা সেচ :

[ধারা ২৭(১)(বি)]

কৃষি খাতে ব্যবহৃত ভূমির জন্য যে কোন কর, খাজনা বা সেচ প্রদান করা হলে তা যে বৎসর প্রদান করা হয়েছে উক্ত সংশ্লিষ্ট বৎসরের কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৬) বীমা প্রিমিয়াম :

[ধারা- ২৭(১)(ডি)]

কৃষি জমি বা জমিতে উৎপাদিত ফসলের ভবিষ্যৎ ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার জন্য অথবা কৃষি কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশুর নিরাপত্তার জন্য বীমা গ্রহণ করা হলে বীমা কিস্তি বাবদ প্রদত্ত অর্থ যে বৎসরের জন্য প্রদান করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট বৎসরের কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৭) কৃষি সম্পত্তির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ :

[ধারা ২৭(১)(সি)]

কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সেচকার্য অথবা সংরক্ষণ কার্য অথবা অন্য কোন মূলধনী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন প্রকার খরচ হলে তা কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৮) অবচয় ভাতা :

[ধারা ২৭(১)(এফ)]

কৃষি কাজে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয় ভাতা কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

৯) বন্ধকী জমির দায় মোচনে প্রদত্ত সুদ অথবা অন্যান্য খরচ :

[ধারা ২৭(১)(জি)]

কৃষি কার্যের জন্য জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা হলে উক্ত ঋণের জন্য প্রদত্ত সুদ কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

১০) ধ্বংস, বিনষ্ট বা ভেঙে যাওয়ার ফলে ক্ষতি :

[ধারা ২৭(১)(আই)]

কৃষি কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্লান্ট ধ্বংস, বিনষ্ট বা ভেঙে গেলে যে পরিমাণ ক্ষতির উদ্ভব হয় তা কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে। তবে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ যন্ত্রপাতি বা প্লান্টের লিখিত মূল্যের চেয়ে বেশি হবে না। যদি উক্ত যন্ত্রপাতি বিক্রি করে কোন অর্থ পাওয়া যায় তাহলে তা লিখিত মূল্য থেকে বাদ দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

১১) কৃষি সম্পত্তি বিক্রয়ে ক্ষতি :

[ধারা ২৭(১)(জে)]

কৃষি কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, প্লান্ট এবং অন্যান্য সম্পত্তি কোন কারণে বিক্রির ফলে ক্ষতির উদ্ভব হলে তা কৃষি আয় থেকে বাদ দিতে হবে। তবে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লিখিত মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের বেশি হবে না।

১২) কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ :

[ধারা ২৭(১)(কে)]

উপরোক্ত খরচসমূহ ব্যতীত কৃষি কার্যের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোন প্রকার খরচ হলে তা কৃষি আয় থেকে বাদ দেওয়া যাবে।

ঘ. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট-এ, প্যারা -২৯]

১) শুধুমাত্র কৃষি হতে আয় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত :

যদি কোন করদাতা কৃষি খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে আয় না থাকে তখন উক্ত করদাতা কৃষি আয়ের উপর অতিরিক্ত ২,০০,০০০ টাকা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।

২) মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদি হতে আয় :

[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা -৩৪]

মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদী পশুর খামার, দুগ্ধ খামার, উদ্যান খামার, ছত্রাক উৎপাদন খামার, ফুল ও লতাপাতার চাষ, গুটি পোকা/ রেশম কীটের চাষ হইতে যে কোন আয় অর্জিত হলে তা নিম্নে উল্লেখিত শর্তে করমুক্ত হবে :

ক) যদি এরূপ আয় ১,৫০,০০০ টাকার বেশী হয়, তবে অর্থ বছর শেষ হবার ৬ মাসের মধ্যে উক্ত আয়ের ১০% সরকারি সিকিউরিটি বা বন্ড ক্রয় করেন এবং উহা ম্যাচুরিটি পর্যন্ত সংরক্ষণ করেন।

খ) যদি উক্ত ব্যক্তি ধারা ৭৫(২)(গ) অনুসারে রিটার্ন দাখিল করেন।

গ) অর্থ বছর শেষ হবার ৫ বছরের মধ্যে উক্ত আয় স্থানান্তরিত না করেন।

এস.আর.ও নং ১৯৯-আইন/আয়কর/২০১৫ (তাং- জুন ৩০, ২০১৫) (১ লা জুলাই, ২০১৫ হতে কার্যকর)। ধারা- ৪৪ এর উপধারা (৪) এর বিধি (খ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার pelleted poultry feed উৎপাদন, গবাদি পশু, চিংড়ি ও মাছের pelleted feed উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প (horticulture), তুঁতগাছের চাষ, মৌমাছির চাষ প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক (mushroom) উৎপাদন খামার এবং ফুল ও লতাপাতার চাষ (floriculture) হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্ত বিধানের অধীন প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করেছে-

ক) প্রথম ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর ৩% হারে কর ধার্য করতে হবে।

খ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে কর ধার্য করা হবে।

গ) অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫% হারে কর ধার্য করতে হবে।

এস.আর.ও নং ২৫৪-আইন/আয়কর/২০১৫(তাং-আগস্ট ১৬, ২০১৫) (১ লা জুলাই, ২০১৫ হতে কার্যকর)। ধারা- ৪৪ এর উপধারা (৪) এর বিধি (খ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার হাঁস-মুরগীর খামার হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্ত বিধানের অধীন প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করেছে-

৫. ব্যবসায় ও পেশা খাতে আয় :

[ধারা : ২৮, ২৯ ও ৩০]

ক. সংজ্ঞা/ আওতা :

- ১) ব্যবসায় : পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি এবং ক্রয় বিক্রয় জনিত কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসায় বলে।
- ২) ব্যবসায় আয় : পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি এবং ক্রয়-বিক্রয় মাধ্যমে অর্জিত আয়কে ব্যবসায় আয় বলে।
- ৩) পেশা : আয়কর অধ্যাদেশে পেশা বলতে বৃত্তিকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণত বহুদিনের প্রতীক্ষা, অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের দ্বারা অর্জিত বিশেষ কোন গুনকে কাজে লাগিয়ে আয় উপার্জনের প্রচেষ্টাকে পেশা বলে।
- ৪) পেশা আয় : অর্জিত পেশার গুনকে ব্যবহার করে প্রাপ্ত মুনাফা বা লাভকে পেশা আয় বলে।

খ. ব্যবসায় বা পেশা আয়ের উপাদান :

- ১) ব্যবসায় বা পেশার আয় বা লাভ। [২৮(১)(এ)]
- ২) ট্রেড বা প্রফেশনাল এসোসিয়েশন বা এই ধরনের এসোসিয়েশন তাদের সদস্যদের জন্য কার্য সম্পাদন করে কোন আয় বা লাভ হলে। [২৮(১)(বি)]
- ৩) ব্যবসায় বা পেশা পরিচালনার মাধ্যমে উদ্ভূত সুবিধা বা পারকুইজিট। [২৮(১)(সি)]
- ৪) পূর্ববর্তী যে কোন বৎসরের আয় হতে বাদকৃত ক্ষতি, কুঋণ এবং খরচ ইত্যাদি পরবর্তী যে কোন বৎসরের নগদে বা অন্য কোন ভাবে প্রাপ্ত হলে এবং দায়ের যে অংশ তা উদ্ভূত হবার তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি। [২৮(১)(ডি)]
- ৫) ব্যবসায় বা পেশার স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় থেকে ধারা ১৯(১৬) তে উল্লেখিত মুনাফা। [২৮(১)(ই)]
- ৬) ব্যবসায় বা পেশার স্থায়ী সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বীমা দাবী থেকে ধারা ১৯(১৮) তে উল্লেখিত মুনাফা [২৮(১)(এফ)]
- ৭) বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় থেকে ধারা ১৯(২০) তে উল্লেখিত প্রাপ্ত অর্থ। [২৮(১)(জি)]
- ৮) ধারা ১৯(২৩) তে উল্লেখিত হস্তান্তরকৃত রপ্তানি কোটার রপ্তানি মূল্য। [২৮(১)(এইস)]
- ৯) ধারা ৮২বিবি (১২) তে উল্লেখিত কোন অর্থ বছরের মূলধনের ঘাটতির পরিমাণ [২৮(১)(আই)]
- ১০) চা জন্মানো, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের ৪০%। [বিধি ৩১]
- ১১) রাবার জন্মানো, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের ৪০%। [বিধি ৩২]

গ. বিয়োজন :

ব্যবসায় বা পেশা পরিচালনা করার জন্য অথবা ব্যবসায় বা পেশা হতে আয় নির্ণয় কালে করদাতা একটি হিসাব বৎসরের অর্জিত আয় থেকে উক্ত বৎসর এবং আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সংগঠিত নিম্নে বর্ণিত খরচ এবং ক্ষতি সমূহ বিয়োজন যোগ্য।

- ১) বেতন, ভাতা ও মজুরি : ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদত্ত বেতন, ভাতা ও মজুরি ১৫০০০ টাকার অধিক হলে ক্রস চেক বা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে নতুবা অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে বিবেচিত হবে। অর্থ আইন ২০১৮ এর মাধ্যমে বাৎসরিক পারকুইজিট সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা থেকে

অধ্যায়-৩

মোট আয়ের বহিঃভূত করমুক্ত আয়

১. মোট আয়ের বহিঃভূত করমুক্ত আয় :

কোন ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার মোট আয় নির্ধারণের জন্য মোট আয়ের বহিঃভূত করমুক্ত আয় মোট করযোগ্য আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২. মোট আয়ের বহিঃভূত করমুক্ত আয়সমূহ :

ব্যক্তি করদাতার যে সকল আয়সমূহ মোট করযোগ্য আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলঃ

- ১) চাকুরীর বা অফিসের দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বিশেষ ভাতা, সুবিধা বা আনুতোষিক প্রাপ্ত হন।
- ২) সরকারি এবং অনুমোদিত পেনশন ফান্ড হতে প্রাপ্ত অবসর (পেনশন) ভাতা।
- ৩) অংশীদারী ফার্ম হতে পাওয়া মূলধনী মুনাফার অংশ। যদি উক্ত মুনাফার উপর ফার্ম কর্তৃক কর পরিশোধিত হয়।
- ৪) সরকারি এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (গ্র্যাচুইটি ফান্ড) হতে প্রাপ্ত ২.৫০ কোটি পর্যন্ত অর্থ করমুক্ত।
- ৫) ভবিষ্যত তহবিল (১৯২৫ সালের আইন অনুযায়ী) হতে প্রাপ্ত অর্থ।
- ৬) স্বীকৃত ভবিষ্যত তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ।
- ৭) অনুমোদিত অতি বয়স্ক তহবিল (সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড) হতে প্রাপ্ত অর্থ।
- ৮) শ্রমিকের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF) হতে প্রাপ্ত ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত।
- ৯) মিউচুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড হতে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড।
- ১০) সরকারি সিকিউরিটিজের সুদ যা সরকার করমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।
- ১১) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ অথবা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা স্বায়ত্বশাসিত ও তার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ।
- ১২) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড।
[ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট এ, প্যারা -১১এ]
- ১৩) রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ী অধিবাসীর দ্বারা এই জেলাগুলোতে পরিচালিত আর্থিক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাপ্ত আয়।
- ১৪) যদি কৃষি আয় ব্যতীত অন্য কোন উৎস থেকে আয় না থাকে তখন কৃষি খাতে আয় ২০০,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- ১৫) রপ্তানি ব্যবসায় হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০% অংশ পর্যন্ত।
- ১৬) মৎস্য খামার, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন গবাদী পশুর খামার, দুগ্ধ খামার, উদ্যান খামার, ছত্রাক উৎপাদন খামার, ফুল ও লতাপাতার চাষ, গুটি পোকা, রেশম কীটের চাষ হতে কোন আয় অর্জিত হলে তা নিম্ন বর্ণিত শর্তে করদার্য হবে:

আয়ের পরিমাণ	করের হার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১০%

- ১৭) হাস-মুরগীর খামার হতে অর্জিত আয় প্রথম ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত। পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকার উপর ৫% এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০% হারে কর ধার্য করতে হবে। (SRO-২৫৪/২০১৫)
- ১৮) Pelleted poultry feed উৎপাদন, গবাদি পশু, চিংড়ি ও মাছের pelleted feed উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প (horticulture), তুঁত গাছের চাষ, মৌমাছির চাষ প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক (mushroom) উৎপাদন খামার এবং ফুল ও লতাপাতার চাষ (floriculture) হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্ত বিধানের অধীন প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করেছে-(SRO-১৯৯/২০১৫)
- ক) প্রথম ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর ৫% হারে কর ধার্য করতে হবে।
- খ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে কর ধার্য করা হবে।
- গ) অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫% হারে কর ধার্য করতে হবে।
- ১৯) হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি থেকে উদ্ভূত আয়।
- ২০) বাংলাদেশে অবস্থিত গৃহ সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় যদি গৃহ সম্পত্তি কমপক্ষে দশ ফ্ল্যাট বিশিষ্ট পাঁচ তলা বা তার বেশী হয়; গৃহ সম্পত্তি অবশ্যই ১লা জুলাই ২০০৯ থেকে ৩০ শে জুন ২০১৪ (উভয় দিন সহ) এর মধ্যে নির্মিত হয় এবং গৃহ সম্পত্তিটি অবশ্যই সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টঙ্গী উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা এবং ঢাকা জেলার যে কোন পৌর এলাকার বাইরে হতে হবে।
- ২১) জিরো কুপন বন্ড থেকে উদ্ভূত আয়।
- ২২) বাংলাদেশের বাইরে উদ্ভূত আয় প্রচলিত আইনের অধীনে বাংলাদেশে আনিত হলে, উক্ত আয়। (এস.আর.ও নং- ২১৬, আইন/ আয়কর/২০০৪.)
- ২৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সঞ্চয়ী পেনশন স্কীম হতে অর্জিত সুদ আয়। (এস.আর.ও নং-৮৯, আইন/ আয়কর/ ২০০৩)
- ২৪) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড হতে অর্জিত সুদ আয়, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড হতে প্রাপ্ত সুদ আয়। [৬ষ্ঠ তফসিল, পার্ট- এ, প্যারা ২৪এ]
- ২৫) সফটওয়্যার তৈরিসহ তথ্য- প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খাতের ব্যবসায় আয়। খাত গুলো হচ্ছে : Software development; Software or application customization; Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN); Digital content development and management; Digital animation development; Website development; Web site services; Web listing; IT process outsourcing; Website hosting; Digital graphics design; Digital data entry and processing; Digital data analytics; Geographic Information Services (GIS); IT support and software maintenance service; Software test lab services; Call center service; Overseas medical transcription; Search engine optimization services;

Document conversion, imaging and digital archiving; Robotics process outsourcing, Cyber security services, Cloud service, System Integration, e-learning platform, e-book publications, Mobile application development service 47: IT Freelancing|

- ২৬) পেনশননার সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদ (কোন আয় বছরে কোন করদাতার পেনশননার সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করলে);
- ২৭) পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর আয়- নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং নারী উদ্যোক্তার জন্য বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত;
- ২৮) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত সম্মানী বা ভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণ ভাতা;
- ২৯) সরকারের নিকট হতে গ্রহীত কোন পদক পুরস্কার;
- ৩০) কোন Elderly care home পরিচালনা হতে অর্জিত আয়; এবং
- ৩১) বাংলাদেশের কোন নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (foreign remittance) আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনয়ন করলে, উক্ত বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশে উপার্জিত আয়।

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

অধ্যায়-৪

অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ

১. অপ্রদর্শিত আয় :

করদাতার আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত হয়নি এরূপ যে কোন বৈধ বা অবৈধ আয়কে অপ্রদর্শিত আয় বলে।

২. অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করণের ক্ষেত্রসমূহ :

(ক) পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ :

অর্থ আইন, ২০২১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19AAAA এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১. অর্থ আইন, ২০২১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে প্রতিস্থাপিত ধারা 19AAAA এর মাধ্যমে অর্থের উৎসের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ বলতে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্টক, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট, বন্ড, ডিবেঞ্চর ও অন্যান্য সিকিউরিটিজ এবং পুঁজিবাজারে ত্রয়-বিক্রয়যোগ্য সকল সরকারি সিকিউরিটিজ ও বন্ড বুঝাবে।
২. নতুন এ বিধান অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তি-করদাতা বিনিয়োগকৃত অর্থের ২৫% হারে কর পরিশোধ করে পুঁজিবাজারে কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস নিয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।
৩. পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ২৫% হিসেবে যে পরিমাণ কর পরিগণিত হবে সে পরিমাণ করের ৫% অতিরিক্ত কর জরিমানা হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ২৬.২৫% হারে কর পরিশোধ করতে হবে।
৪. এ ধারার অধীন পরিশোধিত কর কেবলমাত্র পে অর্ডার বা অটোমেটেড চালান (এ-চালান) এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
৫. এছাড়াও এ ধারার অধীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে, যথা:-
 - অ. বিনিয়োগ অবশ্যই ১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২২ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) সময়সীমার মধ্যে করতে হবে।
 - আ. বিনিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে কর পরিশোধ করতে হবে।
 - ই. উক্ত বিনিয়োগ সম্পর্কে উপকর কমিশনারের নিকট IT D2020 ফর্মে (বিধি 24B অনুযায়ী) ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।
 - ঈ. এ ধারার অধীন ঘোষিত বিনিয়োগের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে পুঁজিবাজার হতে বিনিয়োগকৃত কোনো অর্থ উত্তোলন করা হলে সংশ্লিষ্ট করবছরে উত্তোলিত উক্ত অর্থের উপর ১০% হারে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।
 - উ. বিনিয়োগের তারিখে অথবা তার পূর্বে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধীন করফাঁকির অভিযোগে কোনো কার্যধারা (proceeding) বা অন্যকোনো আইনের অধীন আর্থিক বিষয়ে কোনো কার্যধারা চালু হলে এ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

উ. বি.ও. অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকা ‘সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ না করলে এ ধারার অধীন সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ না করে বি.ও. অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখাও পুঁজিবাজার হতে উত্তোলন বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ বিনিয়োগের তারিখ হতে ৩৬৫তম দিনেও ঘোষণাকৃত অর্থ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকারে অবশ্যই থাকতে হবে।

উদাহরণ-১:

জনাব আল-আমিন হাওলাদার ১০ কোটি টাকা ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলেন। বিনিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ জুলাই, ২০২২ তারিখের মধ্যে জরিমানাসহ ২৬.২৫% হারে আয়কর পরিশোধ অর্থাৎ ২,৬২,৫০,০০০ টাকার পে অর্ডার বা এ-চালানসহ উপকর কমিশনারের নিকট IT D2020 ফর্মে ঘোষণাপত্র দাখিল করবেন। করদাতা ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্য আয়বছরের জন্য প্রযোজ্য আয়কর রিটার্নে অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য আয়কর রিটার্নে উক্ত বিনিয়োগ প্রদর্শন করতে পারবেন।

তবে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বা এর পূর্বে জনাব আল-আমিন হাওলাদার বিরুদ্ধে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধীন করফাঁকির অভিযোগে কোনো কার্যধারা (proceeding) বা অন্যকোনো আইনের অধীন আর্থিক বিষয়ে কোনো কার্যধারা চালু হলে তিনি এ সুযোগ গ্রহণকরতে পারবেন না।

উদাহরণ - ২:

জনাব ইমাম হোসাইন ১০ কোটি টাকা ৩০ মে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলেন। বিনিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৯ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে জরিমানাসহ ২৬.২৫% হারে আয়কর পরিশোধের অর্থাৎ ২,৬২,৫০,০০০ টাকার পে অর্ডার বা এ-চালানসহ তিনি উপকর কমিশনারের নিকট IT D2020 ফর্মে ঘোষণাপত্র দাখিল করবেন। করদাতা ৩০ মে, ২০২৩ তারিখের মধ্যে যেকোনো তারিখে যদি উক্ত বিনিয়োগের অর্থ পুঁজিবাজার হতে উত্তোলন করেন, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ অর্থ উত্তোলিত হয়েছে তার উপর জনাব ইমাম হোসাইন ১০% হারে ২০২২-২০২৩ করবছরে অতিরিক্ত জরিমানা পরিশোধ করবেন।

উদাহরণ -৩ :

সফিকুল ইসলাম ১০ কোটি টাকা ৩০ মে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলেন। বিনিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৯ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে বিনিয়োগকৃত অংকের উপর জরিমানাসহ ২৬.২৫% হারে আয়কর পরিশোধের অর্থাৎ ২,৬২,৫০,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধের প্রমাণাদিসহ তিনি উপকর কমিশনারের নিকট IT D2020 ফর্মে ঘোষণাপত্র দাখিল করবেন। যদি করদাতা ২৯ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য কর পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা ২৯ জুন, ২০২২ তারিখের পরের কোনো তারিখে প্রযোজ্য কর পরিশোধ করেন তবে এ ধারার অধীন কর পরিশোধ করেছেন বলে গণ্য হবে না। যদি পরবর্তীকালে দেখা যায় করদাতা বিনিয়োগের তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে কর পরিশোধ করেননি তাহলে প্রদর্শিত বিনিয়োগের অংক, ভিন্নরূপ কোনো ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে, অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য হবে।

উদাহরণ - ৪ :

পুঁজিবাজারে মোঃ আল-আবিদ বিদ্যমান বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা। তিনি ধারা 19AAAA মোতাবেক ৩০ জুলাই ২০২১ তারিখে পুঁজিবাজারে ১,৫০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন এবং বিধি মোতাবেক কর পরিশোধ করেন। ০৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে তিনি সকল পুঁজি একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট স্টকে বিনিয়োগ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ২০,০০,০০০ টাকা লোকসানে উক্ত স্টক বিক্রয় করেন। করদাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য জারিকৃত প্রজ্ঞাপন সমূহ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ৭ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭। Income-tax Ordinance, ১৯৮৪ (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 Gi sub-section (4) এর clause (b) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র বিভাগের ১৬ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫ রহিতক্রমে, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস, যে নামেই অভিহিত হকো না কেন, ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে প্রদেয় আয়কর হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

ব্যাখ্যা : এই প্রজ্ঞাপনে

(ক) সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী বলিতে নিম্নবর্ণিত কর্মচারী বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যথা:

(অ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত,

(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর

উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(২) চাকরি স্থি-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫, এর অনুচ্ছেদ

১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৩) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি)

আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৪) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫

এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য।

(৫) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ,

২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৮) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী সেকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(ই) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি সরকারি কোষাগার হইতে বেতন বা আর্থিক সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হকো না কেন, প্রাপ্ত হন।

(খ) সরকারি বেতন আদেশ বলিতে নিম্নবর্ণিত আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশাবলীকে বুঝাইবে, যথা:

- (১) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ;
- (২) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (আ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; এবং
- (৩) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য জারীকৃত বেতন বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত আদেশ।

১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৩) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি)

আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৪) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫

এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য।

(৫) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ,

২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৮) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী সেকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(ই) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি সরকারি কোষাগার হইতে বেতন বা আর্থিক সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হকো না কেন, প্রাপ্ত হন।

(খ) সরকারি বেতন আদেশ বলিতে নিম্নবর্ণিত আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশাবলীকে বুঝাইবে, যথা

- (১) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ;
- (২) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (আ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; এবং
- (৩) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য জারীকৃত বেতন বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত আদেশ।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নম্বর ০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.২০১৫/১১০, তারিখ: ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা এস,আর,ও নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর সৃষ্টিকরণের মাধ্যমে কারা সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী এবং কোন ধরনের ভাতা ও সুবিধাদি করমুক্ত তা সুস্পষ্ট করে। স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত আদেশটি নিম্নে প্রদান করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কর নীতি উইথ]

সেগুনবাগিচা, ঢাকা www.nbr.gov.bd

পত্র নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.০০৭.২০১৫

তারিখঃ

০৩ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ এস,আর,ও নং২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ তারিখঃ২১ জুন, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।

এস,আর,ওনং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ তারিখঃ ২১ জুন ২০১৭ দ্বারা সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্রান্টসহ সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। তবে উক্ত এস,আর,ও এর প্রযোজ্যতা এবং প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবগত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ মর্মে স্পষ্ট করেছে যে, কেবল নিম্নবর্ণিত করদাতাগণের ক্ষেত্রে এস,আর,ওনং ২১১-

আইন/আয়কর/২০১৭ প্রযোজ্য হবে, যথা(অ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত

(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(২) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৮) অনুযায়ীসিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে নিয়োজিত কর্মচারী ও ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৩) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ীব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৪) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ীযে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৫) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৮) অনুযায়ীযে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সেকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী সেকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(ই) যে সেকল ব্যক্তি কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি কোষাগার হতে বেতন প্রাপ্ত হন বা আর্থিক সুবিধা, তা যে নামেই অভিহিত হকো না কেন, প্রাপ্ত হন।

৩। উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহে বর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি ব্যতীত অন্য সেকল ধরনের আয় করযোগ্য হবে।

৪। যে সেকল করদাতা উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহের আওতায় বেতন আয় প্রাপ্ত হননা, তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে এস,আর,ওনং২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ প্রযোজ্য হবে। না। তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধানাবলী এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-৩৩ প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায়-১০

আয় বিবরণী/ রিটার্ন

১. আয়কর রিটার্ন কি :

আয়কর রিটার্ন : আয়কর রিটার্ন করদাতাদের বার্ষিক আয়-ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য সঠিক ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামোবদ্ধ ফরম।

২. কাকে/কেন আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে :

নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি এবং/অথবা নিম্নে বর্ণিত কারণে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়-

ক) যদি আয় বছরে কোন ব্যক্তির (person) এর মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে;

খ) যদি আয় বছরে অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বছরের কোনো এক বৎসরে একজন ব্যক্তি করদাতা এর কর নির্ধারণ (সার্বজনীন স্বনির্ধারণীসহ) ও তার ফলে করদায় সৃষ্টি হয়ে থাকে;

গ) যদি ঐ ব্যক্তি (person) নিম্নের কোন একটি হয়ে থাকে-

১) কোন কোম্পানী;

২) এনজিও এ্যাসোসিয়েশন ব্যুরোতে নিবন্ধিত কোন এনজিও;

৩) কোন সমবায় সমিতি;

৪) কোন ফার্ম;

৫) কোন ব্যক্তি-সংঘ;

৬) কোন কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার employees;

৭) কোন ফার্মের অংশীদার;

৮) মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাইক্রো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান;

৯) বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা আছে এমন অনিবাসী ব্যক্তি;

১০) সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের কর্মচারী (employee) যিনি সংশ্লিষ্ট আয়বছরের যে কোন সময় ১৬,০০০/- টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন আহরণ করেছেন;

১১) ২০১৭-১৮ কর বছরে বিধান কর হয়েছে যে কোন ব্যবসায় বা পেশায় নিবাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নিয়োজিত বেতনভোগী কর্মী (employee) এর আয়ের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, উক্ত বেতনভোগী কর্মীর জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

১২) অর্থ আইন ২০১৮ এর মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, রাইড শেয়ারিং (UBER, Pathao সহ অন্যান্য রাইড শেয়ারিং) ব্যবসায় অংশগ্রহণকারী মোটরযান মালিকদের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

ঘ) যদি আয় বছরে করদাতার আয়ের মধ্যে ধারা ৪৪ এর আওতায় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থেকে থাকে;

৬) যদি আয় বছরের কোন এক সময়ে নিম্নবর্ণিত শর্তের যে কোনটি করদাতার জন্য প্রযোজ্য হয়-

- (১) মোটর গাড়ির মালিকানা থাকা (মোটর গাড়ি বলতে জীপ বা মাইক্রোবাসকেও বুঝাবে);
- (২) মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ থাকা;
- (৩) কোন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে কোন ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা;
- (৪) চিকিৎসক, দস্তচিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার নিবন্ধন থাকা;
- (৫) আয়কর পেশাজীবী (income tax practitioner) হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিবন্ধন থাকা;
- (৬) কোন বণিক বা শিল্প বিষয়ক চেম্বার বা ব্যবসায়িক সংঘ বা সংস্থার সদস্যপদ থাকা;
- (৭) কোন পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোন পদে বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়া;
- (৮) কোন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোন স্থানীয় সরকারের কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করা;
- (৯) কোন কোম্পানির বা কোন গ্রুপ অব কোম্পানিজের পরিচালনা পর্ষদে থাকা;
- (১০) মটরযান, স্থান (Space) আবাসন (accomodation) বা অন্যকোন সম্পদের মাধ্যমে কোন অংশভাগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে (Shared economic activities) অংশগ্রহণকারী বা;
- (১১) লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক বা;
- (১২) সকল টিআইএন ধারী;
- ১৩) সঞ্চয় পত্র ক্রয় মোট বিনিয়োগ ২ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে;
- ১৪) ২ লক্ষ টাকার অধিক পোস্টাল সঞ্চয় হিসাব খোলার জন্য;

রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি

- (১) বাংলাদেশে ফিল্ড বেজ নেই এমন অনিবাসিকে;
- (২) জমি বিক্রয়ের জন্য ১২ ডিজিটের টিআইএন গ্রহণ করেছেন কিন্তু করযোগ্য আয় নেই;
- (৩) ক্রেডিট কার্ড গ্রহণের জন্য ১২ ডিজিটের টিআইএন গ্রহণ করেছেন কিন্তু করযোগ্য আয় নেই;

৩. আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণে সহায়ক কাগজপত্র/ ডকুমেন্টস

একজন করদাতাকে আয়কর রিটার্ন পূরণের পূর্বে কিছু কাগজপত্র/ডকুমেন্টস সংগ্রহ এবং তৈরী করতে হয়। নিম্নে এ সকল কাগজপত্র বা ডকুমেন্টসের নাম দেওয়া হল :

- ক) গত বৎসরের জমাকৃত রিটার্ন (নতুন করদাতার জন্য প্রযোজ্য নয়)।
- খ) আয় এবং ব্যয়ের ডকুমেন্টস।
- গ) মোট আয় এবং করদায় নির্ণয়ের শীট।
- ঘ) উৎস কর কর্তনের ডকুমেন্ট।
- ঙ) নগদ প্রবাহ বিবরণী।

৪. বিভিন্ন প্রকার আয়কর রিটার্ন :

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তি-করদাতার জন্য নতুন রিটার্ন ফর্ম (IT11GA2016) প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ২০১৬-১৭ কর বছর থেকে কার্যকর হয়েছে। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ কর বছরেও নতুন রিটার্নের পাশাপাশি আগের রিটার্ন ফর্মগুলো ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ, ২০২১-২০২২ কর বছরে ব্যক্তি-করদাতাগণ নিম্নবর্ণিত আয়কর রিটার্ন ফর্ম সমূহ ব্যবহার করতে পারবে:

- ফর্ম IT-11GA2016: সকল ব্যক্তি-করদাতার জন্য প্রযোজ্য।
- ফর্ম IT-GHA2020: যে সকল ব্যক্তি-করদাতার আয় ও সম্পদ যথাক্রমে ৪ লক্ষ ও ৪০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয় এবং যাদের কোন মটোর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) নেই বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহ সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্ট নেই সে সকল করদাতার জন্য প্রযোজ্য।
- ফর্ম IT-11GA: সকল ব্যক্তি-করদাতার জন্য প্রযোজ্য।
- ফর্ম IT-11 UMA: কেবল বেতনভোগী করদাতার জন্য প্রযোজ্য।
- ফর্ম IT-11 CHA: যে সকল ব্যক্তি-করদাতার ব্যবসা বা পেশাখাতে আয় রয়েছে এবং এরূপ আয়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার বেশী নয় সে সকল করদাতার জন্য প্রযোজ্য।

এ ছাড়া, আয়কর বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন করদাতাদের জন্য একটি ভিন্ন রিটার্ন ফর্ম (IT-11GAGA) রয়েছে, যা কেবল স্পট এ্যাসেসমেন্টেই ব্যবহারযোগ্য।

৫. আয়কর রিটার্ন পূরণের নিয়মাবলী :

একজন করদাতাকে প্রতি বৎসর আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়। জমা দেওয়ার পূর্বে আয়কর রিটার্নটি ভালভাবে পূরণ করতে হয়। নিচে আয়কর রিটার্ন পূরণের নিয়মাবলী আলোচনা করা হল :

আয়কর রিটার্নের অংশসমূহ এবং পূরণীয় তথ্যের প্রকার : আয়কর রিটার্নের তিনটি অংশ। যথাঃ

- ক) রিটার্ন পার্ট (IT-11GA2016)
- খ) সম্পদ ও দায়ের বিবরণী (IT-10B2016)
- গ) জীবন যাত্রার মান ও ব্যয় (IT-10BB2016)

যদিও আয়কর রিটার্ন এর তিনটি পার্ট কিন্তু এতে মূলত চার প্রকারের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। যাহা হল :

- ১) করদাতার পরিচিতিমূলক তথ্য ও সার্কেলের পরিচিতি।
- ২) মোট আয় ও করদায় সম্পর্কিত তথ্য।
- ৩) সম্পদ ও দায়ের তথ্য।
- ৪) জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য।

ক. রিটার্ন পাঠ (IT-11GA2016) :

National Board of Revenue www.nbr.gov.bd		IT-11GA2016	
RETURN OF INCOME For an Individual Assessee			
<p>The following schedules shall be the integral part of this return and must be annexed to return in the following cases:</p> <p><i>Schedule 24A if you have income from Salaries</i> <i>Schedule 24B if you have income from house property</i> <i>Schedule 24C if you have income from business or profession</i> <i>Schedule 24D if you claim tax rebate</i></p>			Photo
PART I Basic information			
01	Assessment Year 2 0 2 1 - 2 2	02	Return submitted under sec 82BB? (tick one) Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
03	Name of the Assessee: -	04	Gender (tick one) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
05	Twelve-digit TIN 0	06	Old TIN 0
07	Circle: 0	08	Zone: 0
09	Resident Status (tick one) Resident <input checked="" type="checkbox"/> Non-resident <input type="checkbox"/>		
10	Tick on the box (es) below if you are:		
10A	A gazetted war-wounded freedom fighter <input type="checkbox"/>	10B	A person with disability <input type="checkbox"/>
10C	Aged 65 Years or more <input type="checkbox"/>	10D	A parent/ legal guardian of person with disability <input type="checkbox"/>
11	Date of Birth (DD-MM-YYYY) 0 0 0 0 0 0 0 0	12	Income Year 2020 to 2021
13	If employed, employer's name : -		
14	Spouse Name -	15	Spouse TIN (if any) 0
16	Father's Name -	17	Mother's Name -
18	Present Address 0	19	Permanent Address -
20	Contact Telephone -	21	E-mail -
22	National Identification Number 0	23	Business Identification Number(s) -

PART II
Particulars of Income and Tax

TIN:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Particulars of Total Income			Amount ^b
24	Salaries (annex Schedule 24A)	\$,21	-
25	Interest on securities	\$,22	-
26	Income from house property (annex Schedule 24B)	\$,24	-
27	Agricultural income	\$,26	-
28	Income from business or profession (annex Schedule 24C)	\$,28	-
29	Capital gains	\$,31	-
30	Income from other sources	\$,33	-
31	Share of income from firm or AOP		-
32	Income of minor or spouse under section 43(4)	\$,43	-
33	Foreign income		-
34	Total income (aggregate of 24 to 33)		-

Tax Computation and Payment		Amount ^b
35	Gross tax before tax rebate	-
36	Tax rebate (annex Schedule 24D)	-
37	Net tax after tax rebate	-
38	Minimum tax	-
39	Net wealth surcharge	-
40	Interest or any other amount under the Ordinance (if any)	-
41	Total amount payable	-
42	Tax deducted or collected at source (attach proof)	-
43	Advance tax paid (attach proof) (AIT On Car)	-
44	Adjustment of tax refund [mention assessment year(s) of refund]	-
45	Amount paid with return (attach proof)	-
46	Total amount paid and adjusted (42+43+44+45)	-
47	Deficit or excess (refundable) (41-46)	-
48	Tax exempted income	-

PART III
Instruction, Enclosures and Verification

TIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49	Instructions 1. Statement of assets, liabilities and expenses (IT-10B2016) and statement of life style expense (IT-10BB2016) must be furnished with the return unless you are exempted from furnishing such statement(s) under section 80. 2. Proof of payments of tax, including advance tax and withholding tax and the proof of investment for tax rebate must be provided along with return. 3. Attach account statements and other documents where applicable																														
50	If you are a parent of a person with disability, has your spouse availed the extended tax exemption threshold? (tick one)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																												
51	Are you required to submit a statement of assets, liabilities and expenses (IT-10B2016) under section 80(1)? (tick one)	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																												
52	Schedules annexed (tick all that are applicable)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 24A <input type="checkbox"/> 24B <input type="checkbox"/> 24C <input checked="" type="checkbox"/> 24D <input type="checkbox"/> </div>																													
53	Statements annexed (tick all that are applicable)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> IT-10B2016 <input checked="" type="checkbox"/> IT-10BB2016 <input checked="" type="checkbox"/> </div>																													
54	Other statements, documents, etc. attached (list all)																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 45%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			1				2				3				4															
1																															
2																															
3																															
4																															

Verification and signature

55	Verification I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this return and statements and documents annexed or attached herewith are correct and complete.	
	Name	Signature
	Date of Signature (DD-MM-YYYY)	Place of Signature
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2021 </div>	

For official use only
Return Submission Information

Date of Submission (DD-MM-YYYY)	Tax Office Entry Number
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2021 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>

(১) ব্যক্তি-করদাতার জন্য ২০১৬-১৭ কর বছরে নতুন প্রবর্তিত রিটার্ন ফর্ম IT-11GA2016 এর মূল রিটার্নটি তিন পৃষ্ঠার। মূল রিটার্নের সাথে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেতন, গৃহ-সম্পত্তি আয়, ব্যবসায় বা পেশা খাতে আয় ও কর রেয়াতের জন্য পৃথক তফসিল সংযুক্ত করতে হবে।

তিন পৃষ্ঠার মূল রিটার্ন পূরণ করা সকল ব্যক্তি-করদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক। এতে প্রথম পৃষ্ঠায় করদাতার বিষয়ে মৌলিক তথ্য, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আয় ও করের হিসাব এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় সংলাগ, করদাতার প্রতিপাদন ও স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

করদাতার আয়ের উৎসের উপর নির্ভর করে মূল রিটার্নের সাথে তফসিল যোগ হবে। বেতন আয় থাকলে বেতন সংক্রান্ত তফসিল ২৪অ, বাড়ি ভাড়া আয় থাকলে সে আয়ের তফসিল ২৪B এবং ব্যবসায় বা পেশাগত আয় থাকলে ব্যবসায় বা পেশাগত আয়ের তফসিল ২৪C মূল রিটার্নের সাথে যোগ হবে। যে করদাতার এসব কোন খাতের আয় নেই তার কেবল তিন পৃষ্ঠার মূল রিটার্ন দাখিল করলেই চলবে, তফসিল দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

কেউ বিনিয়োগ রেয়াত দাবী করলে মূল রিটার্নের সাথে বিনিয়োগ রেয়াত সংক্রান্ত তফসিল ২৪D দাখিল করতে হবে। করদাতা রেয়াত দাবী না করলে তফসিল ২৪D দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

মূল রিটার্নের প্রথম পৃষ্ঠার ০১ হতে ২৩ পর্যন্ত ক্রমিকে করদাতার বিষয়ে মৌলিক তথ্য প্রদান করতে হবে। এ অংশে পর্যায়ক্রমে কর বছর, করদাতার নাম, লিঙ্গ, টিআইএন, সার্কেল, কর অঞ্চল, আবাসিক মর্যাদা, বিশেষ কর অব্যাহতি সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্যতা (গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক ইত্যাদি), জন্ম তারিখ, আয়বছর ইত্যাদি সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে হবে। ১২ ক্রমিকে আয়বছর শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

রিটার্নের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ২৪ হতে ৪৮ ক্রমিকে করদাতার আয় ও করের তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

রিটার্নের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সংলাগ, করদাতার প্রতিপাদন ও স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

কোন ব্যক্তি-করদাতা প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করলে, তার স্ত্রী/স্বামী অনুরূপ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কি-না তার তথ্য ৫০ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে। ক্রমিক নং-৫১ তে ৮০(১) ধারা অনুযায়ী করদাতার জন্য পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT10B2016) দাখিল বাধ্যতামূলক কি-না তার তথ্য প্রদান করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি করদাতা নিমোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করেন তাহলে আয় বছরের শেষ তারিখে তার নিজের, spouse এর (spouse করদাতা না হয়ে থাকলে) এবং নির্ভরশীল সন্তানদের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী ঐ ব্যক্তির আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। শর্তসমূহ হলো

(ক) আয় বছরের শেষ তারিখে মোট পরিসম্পদ (gross Wealth) এর পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হলে; অথবা

(খ) আয় বছরের শেষ তারিখে মটোর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) এর মালিকানা থাকলে; অথবা

(গ) আয় বছরে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হলে অথবা গৃহ-সম্পত্তি বা এপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করলে।।

উল্লেখ্য, মাতা-পিতার টিআইএন ব্যবহার করে সন্তানের নামে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হলে তা ক্ষেত্রমত মাতা-পিতার সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে।

করদাতার রিটার্নের সাথে যে সকল তফসিল সংযুক্ত করা হয়েছে তার তথ্য ৫২ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

করদাতার রিটার্নের সাথে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT-10B2016) এবং জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (IT-10BB2016) সংযুক্ত করা হয়েছে কি না তার তথ্য ৫৩ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

কোন ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক না হলেও করদাতা চাইলে স্ব-প্রণোদিতভাবে (voluntarily) পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে পারবেন।

ক্রমিক নং-৫৪ তে রিটার্নের বিভিন্ন উৎসের আয় ও কর পরিশোধের সপক্ষে যে সকল প্রমাণাদি দাখিল করবেন তার তালিকা প্রদান করবেন।

ক্রমিক নং-৫৫ তে করদাতার পূর্ণ নাম উল্লেখ করবেন এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের সত্যতা সম্পর্কে ৭৫ ধারা অনুযায়ীপ্রতিপাদন ও স্বাক্ষর (তারিখ সহ) প্রদান করবেন।

৬. সম্পদ ও দায়ের বিবরণী (IT-10B2016) :

ক) কাকে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে :

- (১) যদি কোন বাংলাদেশি ব্যক্তি-করদাতা নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করেন তাহলে আয় বছরের শেষ তারিখে তার নিজের, spouse এর (spouse করদাতা না হয়ে থাকলে) এবং নির্ভরশীল সম্প্রদানের সকল প্রকার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী ঐ ব্যক্তির আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। শর্তসমূহ হলো
 - (ক) আয় বছরের শেষ তারিখে মোট পরিসম্পদ (gross wealth) এর পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হলে; অথবা
 - (খ) আয় বছরের শেষ তারিখে মটোর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) এর মালিকানা থাকলে; অথবা
 - (গ) আয় বছরে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হলে অথবা গৃহ-সম্পত্তি বা এপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করলে।
 - (২) তবে বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ না করা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি-করদাতা চাইলে স্বপ্রণোদিতভাবে (voluntarily) পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে পারবেন।
 - (৩) অনিবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি নয় এমন ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা কেবলমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করবেন।
 - (৪) ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা বাংলাদেশে দুই ভাবে নিবাসী হতে পারেন, যেমন
 - (ক.) তিনি যদি বাংলাদেশে কোনবছরে ১৮২ দিন বা ততোধিক দিন অবস্থান করেন; অথবা।
 - (খ.) তিনি যদি বাংলাদেশে কোনবছরে মোট ৯০ দিন বা ততোধিক দিন এবং ঐ বছরের পূর্ববর্তী ৪ বছরে মোট ৩৬৫ দিন অবস্থান করেন। এর ব্যতিক্রম হলে, ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা অনিবাসী হিসেবে বিবেচিত হবেন।
 - (৫) কোনো আয়বছরে কোনো ব্যক্তি করদাতার ৪ লক্ষ টাকার অধিক আয় থাকলে তাকে আবশ্যিকভাবে জীবন যাপনের ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।
 - (৬) কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার ডিরেক্টরদেরকে আয় নির্বিশেষে আবশ্যিকভাবে জীবন যাপনের ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে। (৬) উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ না করার কারণে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করেননি এমন যেকোন ব্যক্তিকে উপ কর কমিশনার ধারা ৮০ এর উপধারা (৭) অনুযায়ী নোটিশ প্রেরণ করে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করার জন্য বলতে পারেন।
- আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় প্রদর্শনের জন্য ২০১৬-১৭ কর বছরে নতুন ফরম ওএস-১০ই২০১৬ প্রবর্তন করা হয়েছে। যে সকল করদাতা নতুন রিটার্ন ফরম (ওএস-১১এঅ২০১৬) ব্যবহার করবেন তাদেরকে ওএস-১০ই২০১৬ ফরম ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার ব্যবসার পুঁজি বা মূলধন অথবা কৃষি বা অকৃষি সম্পত্তি থাকলে ওএস-১০ই২০১৬ ফরমের সাথে পয়বফঁষব ২৫ সংযুক্ত করতে হবে।
- যে সকল ব্যক্তি-করদাতা পুরোনো ফরমে রিটার্ন দাখিল করবেন তারা ঐ রিটার্নের সাথে সংশ্লিষ্ট আগের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করবেন।

খ) সম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী পূরণের নিয়মাবলী (IT-10B2016) :

National Board of Revenue
www.nbr.gov.bd

IT-10B2016

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND EXPENSES
under section 80(1) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)

1. Mention the amount of assets and liabilities that you have at the last date of the income year. All items shall be at cost value include legal, registration and all other related costs;
2. If your spouse or minor children and dependent(s) are not assessee, you have to include their assets and liabilities in your statement;
3. Schedule 25 is the integral part of this Statement if you have business capital or agriculture or non-agricultural property. Provide additional papers if necessary.

01	Assessment Year 2 0 2 1 - 2 2	02	Statement as on (DD-MM-YYYY) 3 0 0 6 2 0 2 1
03	Name of the Assessee -	04	TIN 0

Particulars	Amount ট
05 Business capital (05A+05B)	-
05A Business capital other than 05B	-
0	-
0	-
05B Director's shareholdings in limited companies (as in Schedule 25)	-
06 06A Non-agricultural property (as in Schedule 25)	-
06B Advance made for non-agricultural property (as in Schedule 25)	-
07 Agricultural property (as in Schedule 25)	-
08 Financial assets value (08A+08B+08C+08D+08E)	-
08A Share, debentures etc.	-
08B Savings certificate, bonds and other government securities	-
08C Fixed deposit, Term deposits and DPS, LIP	-
08D Loans given to others (mention name and TIN)	-
-	-
-	-
08E Other financial assets (give details)	-
ICB Unit Certificate	-
DPS	-
BSP	-
09 Motor car (s) (use additional papers if more than two cars)	-
Sl. Brand name Engine (CC) Registration No.	
1 0 0 0	-
2 0 0 0	-
10 Gold, diamond, gems and other items (mention quantity)	-
11 Furniture, equipment and electronic items	-
12 Other assets of significant value	-

Particulars		Amount ট
13	Cash and fund outside business (13A+13B+13C+13D)	-
	13A Notes and currencies	-
	13B Banks, cards and other electronic cash	-
	13C Provident fund and other fund	-
	13D Other deposits, balance and advance (other than 08)	-
14	Gross wealth (aggregate of 05 to 13)	-
15	Liabilities outside business (15A+15B+15C)	-
	15A Borrowings from banks and other financial institutions (MCCHSL)	-
	15B Unsecured loan (mention name and TIN)	-
		0 0 -
		0 0 -
	15C Other loans or overdrafts	-
16	Net wealth (14-15)	-
17	Net wealth at the last date of the previous income year	-
18	Change in net wealth (16-17)	-
19	Other fund outflow during the income year (19A+19B+19C)	-
	19A Annual living expenditure and tax payments (as IT-10BB2016)	-
	19B Loss, deductions, expenses, etc. not mentioned in IT-10BB2016 (Interest Accrued)	-
	19C Gift, donation and contribution (mention name of recipient)	
20	Total fund outflow in the income year (18+19)	-
21	Sources of fund (21A+21B+21C)	-
	21A Income shown in the return	-
	21B Tax exempted income and allowance	-
	21C Other receipts and sources	
22	Shortage of fund, if any (21-20)	-

Verification and signature

23	Verification	
	I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this statement and the schedule annexed herewith are correct and complete.	
	Name	Signature & date

আয়কর রিটার্ন এর মধ্যে সম্পদ ও দায়ের বিবরণী মোট ২ পাতার এবং সম্পদ ও দায়ের বিবরণীর সাথে বিস্তারিত তথ্যের জন্য একটি তফসিল 25 সংযুক্ত করতে হয়। সম্পদ ও দায়ের বিবরণী পূরণের নিয়মাবলী নিচে ক্রমিক নং অনুসারে দেওয়া হল :

- ১) সম্পদ ও দায়ের বিবরণীর প্রথম পাতার ২য় ঘরে আয় বৎসরের শেষ তারিখটি লিখবে। যদি কোন করদাতার ২০১৭-১৮ আয় বৎসরের শেষ তারিখটি হয় জুন ৩০, ২০১৮ তাহলে উক্ত করদাতাকে এখানে উক্ত তারিখ লিখতে হবে এবং ঐ লিখিত তারিখে করদাতার হাতে বিদ্যমান সকল সম্পদ দায় ও ব্যয় উক্ত বিবরণীতে লিখতে হবে। উক্ত বিবরণীতে করদাতা নিজের সম্পদের সাথে তার উপর নির্ভরশীল স্ত্রী বা স্বামী এবং নাবালক সন্তানদের সম্পদ ও দায় দেখাতে পারবে।
- ২) ১ নং ঘরে করবর্ষ ও তার নিচে ৩নং ঘরে করদাতার নাম, ৪নং ঘরে টিআইএন নম্বর লিখতে হবে।
- ৩) ক্রমিক নং ৫ : (৫এ+৫বি)- ক্রমিক নং ৫(এ) তে করদাতার কোন ব্যবসায়/পেশা থাকে তাহলে উক্ত ব্যবসায়/পেশার স্থিতিপত্রে উল্লেখিত মূলধন জের লিখতে হবে। উক্ত স্থিতিপত্রটি অবশ্যই আয় বৎসরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত হতে হবে।
ক্রমিক নং ৫(বি) তে করদাতা সর্বপ্রথম বিগত বছরের আয়কর রিটার্নে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে কোন বিনিয়োগ প্রদর্শিত থাকলে তা লিখবে এবং উক্ত জের লেখার সময় যদি কোন কোম্পানির পরিচালক পদ হতে সরে দাঁড়ান তাহলে উক্ত কোম্পানির নাম, শেয়ার সংখ্যা এবং শেয়ার মূল্য তুলে দিতে হবে। এছাড়া করদাতা যদি চলতি বছরে কোন কোম্পানির পরিচালক হন তাহলে সর্বশেষে নতুন কোম্পানির নাম, শেয়ার সংখ্যা এবং শেয়ার মূল্য লিখতে হবে।
- ৪) ক্রমিক নং ৬ : করদাতা কোন অকৃষি ভূমি, গৃহসম্পত্তি ও মালিকানাধীন ব্যবসায়ের সম্পত্তি ক্রয় করেন তখন উক্ত সম্পত্তির আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য লিখবে এবং একই সাথে উক্ত অকৃষি সম্পত্তির অবস্থান ও বিবরণ অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি কি ধরনের তার পরিমাণ এবং সম্পত্তি কোথায় অবস্থিত তার বর্ণনা লিখবে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম করদাতা বিগত বছরের আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত অকৃষি সম্পদের বিবরণ লিখবে তবে কোন অকৃষি সম্পদ বিক্রয়, ক্ষতিগ্রস্ত, বাতিল বা নষ্ট হয়ে গেলে তার বর্ণনা এবং পরিমাণ তুলে এবং চলতি বছরের ক্রয়কৃত অকৃষি সম্পদ এর বিবরণ এবং পরিমাণ লিখবে।
- ৫) ক্রমিক নং ৭ : করদাতার কোন কৃষি ভূমি বা সম্পদ ক্রয়/অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত হলে তার বিবরণ এবং আইনসম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য লিখবেন। সর্বপ্রথম করদাতা বিগত বছরের আয়কর রিটার্নে কোন কৃষি ভূমি বা সম্পদ প্রদর্শিত থাকলে তা লিখবে তবে পূর্বে প্রদর্শিত কোন কৃষি ভূমি বা সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে তার বিবরণ এবং ক্রয়মূল্য বাদ দিতে হবে এবং চলতি বছরে ক্রয়কৃত বা অন্যকোন সূত্রে প্রাপ্ত কৃষি ভূমি বা সম্পদ এর বিবরণ এবং আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য লিখবে।
- ৬) ক্রমিক নং ৮ করদাতা বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করলে তার ক্রয়মূল্য লিখতে হবে এবং তার আত্মীয় স্বজন/বন্ধু বান্ধব বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে থাকলে তাও লিখতে হবে।
“এক্ষেত্রে করদাতা বিগত বছরের বিনিয়োগ এর জের লিখবে তার সাথে নতুন কোন বিনিয়োগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের সাথে যোগ করতে হবে এবং কোন বিনিয়োগের মেয়াদপূর্তি হলে বা বিক্রয় বা ভাঙ্গানো হলে তা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ থেকে বিয়োজন বা বাদ দিতে হবে। উপরোক্তভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের জের বের করে লিখতে হবে।”

“যেমন একজন করদাতা চলতি আয় বৎসরে সঞ্চয়পত্রে ১,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার গত বছরে সঞ্চয়পত্র খাতে বিনিয়োগের জের ছিল ৫,০০,০০০ টাকা এবং চলতি বছরে তার পূর্বে ক্রয়কৃত ৫০,০০০ টাকার একটি সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে করদাতা সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগের হিসাবটি দেখাবে এভাবে-
সঞ্চয়পত্র (B/F ৫,০০,০০০+১,০০,০০০-৫০,০০০) = ৫,৫০,০০০/=

- ৭) ক্রমিক নং ৯ করদাতা সর্বপ্রথম বিগত বছরের আয়কর রিটার্নে যানবাহন প্রদর্শিত থাকে তা লিখবে। তবে কোন যানবাহন বিক্রয় বা দান করলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা বিনষ্ট হলে তা পূর্বে প্রদর্শিত জের থেকে বাদ দিতে হবে এবং সর্বশেষে চলতি বছরে কোন যানবাহন ক্রয় করে বা দান হিসাবে প্রাপ্ত হয় তখন তার ক্রয়মূল্য বা প্রকৃতমূল্য লিখতে হবে, সাথে যানবাহনের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরও লিখতে হবে।
- ৮) ক্রমিক নং-১০ করদাতা বিগত বছরের আয়কর রিটার্নে অলংকারাদি খাতে যা প্রদর্শিত হয়েছে তা চলতি বছরের আয়কর রিটার্নেও দেখাতে হবে। (যদি বিগত বছরে অলংকারাদি খাতে কোন অলংকার প্রদর্শিত না থাকে তাহলে তা লিখার প্রয়োজন নেই। তবে বিগত বছরে প্রদর্শিত অলংকারাদি থেকে কোন অলংকার বিক্রয় বা দান করা হলে বিক্রয় বা দানকৃত অলংকারাদির ক্রয়মূল্য গত বছরের জের থেকে বাদ দিতে হবে। সর্বশেষে চলতি বছরে কোন অলংকারাদি ক্রয় করা হলে বা দান হিসাবে প্রাপ্ত হলে তার ক্রয়মূল্য বা আইনসঙ্গত মূল্য পূর্বের জেরের সাথে যোগ করে প্রদর্শন করতে হবে সাথে ক্রয়কৃত বা দান হিসাবে প্রাপ্ত অলংকারাদির পরিমাণও উল্লেখ করতে হবে।)
- ৯) ক্রমিক নং ১১ করদাতা সর্বপ্রথম তার সর্বশেষ জমাকৃত আয়কর রিটার্নে আসবাবপত্র খাতে যে পরিমাণ টাকা দেখানো হয়েছে তা **B/F** লিখে লিখবে তার সাথে চলতি আয় বৎসরে কোন আসবাবপত্র ক্রয় করে এবং দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হলে তার ক্রয়মূল্য যোগ করতে হবে এবং বিক্রয়, নষ্ট বা অকেজো হলে তার ক্রয় বা অর্জন মূল্য বিয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও করদাতা সর্বপ্রথম তার সর্বশেষ জমাকৃত আয়কর রিটার্নে ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী খাতে প্রদর্শিত পরিমাণ টাকা ইনার কলামে বসবে তার সাথে চলতি আয় বৎসরে কোন ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ক্রয় করা হয়ে থাকলে বা দান বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হলে তার আইন সঙ্গত মূল্য লিখে তা যোগ করতে হবে এবং কোন ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী বিক্রয়, হস্তান্তর, নষ্ট বা অকেজো হলে তার মূল্য বিয়োগ বা বাদ দিতে হবে। এভাবে নির্ণয় যোগফল আউটার কলামে দেখাতে হবে।

“যেমন একজন করদাতার সর্বশেষ জমাকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর মোট টাকার পরিমাণ ছিল ২,৭৫,২৫০। চলতি আয় বছরে করদাতা ৫০,০০০ টাকা দিয়ে একটি রিফ্রিজারেটর ক্রয় করেন। এবং তার পুরাতন রিফ্রিজারেটরটি ৫,০০০ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন যার ক্রয় মূল্য ছিল ২৫,৭৫০ টাকা।”

ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর জের (ক্রয়মূল্য)	২,৭৫,২৫০
যোগঃ রেফ্রিজারেটর ক্রয়	৫০,০০০
	<hr/>
	৩,২৫,২৫০
বিয়োগঃ পুরাতন রেফ্রিজারেটর বিক্রয়	২৫,৭৫০
	<hr/>
	<u>২,৯৯,৫০০</u>

১০) ক্রমিক নং ১২ঃ করদাতার অন্য কোন পরিসম্পদ থাকে তার নাম উল্লেখ পূর্বক তার টাকার পরিমাণ দেখাতে পারেন। যেমন FDR এ কোন বিনিয়োগ করা হলে বা কোন কার্যের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হলে তা এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

"যেমন জমি, গৃহসম্পত্তি অথবা অন্যকোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম টাকা এই ক্রমিক নং এ দেখানো যাবে"

১১) ক্রমিক নং ১৩ (১৩এ+১৩বি+১৩সি+১৩ডি)ঃ করদাতার নিকট ব্যবসায় বহির্ভূত যে অর্থ সম্পদ থাকে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ করদাতার নিকট সমাপ্ত আয় বছরের শেষ তারিখে-

১৩এঃ হাতে যে নগদ টাকা বিদ্যমান থাকে;

১৩বিঃ ব্যাংক একাউন্টের সমাপনী জের;

১৩সিঃ Provident Fund and Other Fund;

১৩ডিঃ অন্যান্য ডিপোজিট;

এর যোগফল লিপিবদ্ধ করতে হবে।

"মনে করি কোন করদাতার সমাপ্ত আয় বছরের শেষ দিন জুন ৩০, ২০১৮ হয় এবং করদাতার হাতে ঐ তারিখে নগদ টাকা ছিল ২৮,৫০০ টাকা এবং ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল ৩৫,৭৫৫ টাকা। এখন উক্ত করদাতা নিম্নোক্তভাবে তা লিখবেন :

ব্যবসায় বহির্ভূত অর্থ সম্পদ

নগদ	=	২৮,৫০০
ব্যাংকে গচ্ছিত	=	৩৫,৭৫৫
অন্যান্য	=	-
	=	<u>৬৪,২৫৫/=</u>

১২) মোট পরিসম্পদ : ক্রমিক নং ১৪তে করদাতাকে তার সকল সম্পদের যোগফল লিখতে হবে। অর্থাৎ ০৫ থেকে ১৩ নং ক্রমিকে উল্লেখিত সকল সম্পদের যোগফল।

১৩) ক্রমিক নং ১৫-এ (১৫এ+১৫বি+১৫সি)ঃ করদাতার ব্যক্তিগত দায়সমূহ লিখতে হবে। উক্ত দায়সমূহ দায়ের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে দেখাতে হবে এবং ঋণ নেয়ার পর তা ফেরৎ দেওয়া হলে যে পরিমাণ ফেরৎ দেওয়া হয়েছে তা প্রদর্শিত ঋণ থেকে বাদ দিতে হবে। পুনরায় কোন নতুন ঋণ গ্রহণ করা হলে তা পূর্বে প্রদর্শিত ঋণের সাথে যোগ করতে হবে। তবে কোন প্রদত্ত সুদ বাদ দেওয়া যাবে না। সুদ ও ঋণ মূলধন একসাথে পরিশোধ করা হলে সেক্ষেত্রে করদাতাকে তা পৃথক করে নিতে হবে। নিম্নে দায়ের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখপূর্বক আলাচনা করা হল :

১৫এ) ব্যাংক ঋণ : এই ক্রমিক নং-এ করদাতা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করলে তা দেখাবেন।

১৫বি) জামানতবিহীন ঋণ দায় : এই ক্রমিক নং-এ করদাতা ব্যাংক ব্যতিত অন্যকোন প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রকার সম্পদ বন্ধক না রেখে ঋণ গ্রহণ করলে তা দেখাতে হবে।